অভিনব

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার
আই, সি, এস্

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
কলিকাতা

করিয়াছি বিদ্রূপ পরিহাস জেন তায়
তোমাদের গৌরব নিত্য
হাস্যের লঘুরসে করি পূজা তোমাদের
শ্রদ্ধায় ভরা মোর চিত্ত।

হাসির মেঘদূত

প্রথম অঙ্ক

[রামগিরি পর্বতে যক্ষের পাতায় ছাওয়া কুটীর। রৌদ্রের প্রখর তেজে চতুর্দ্দিক জ্বলিতেছে। যক্ষের শরীর শীর্ণ, বর্ণ মলিন। তাঁহার মাথায় জটা বাঁধিয়াছে, মুখে একমুখ দাড়ি গজাইয়াছে। কুটীরের সম্মুখে এক বৃক্ষছায়ায় তৃণাসনে যক্ষ আসীন। অদূরে উপত্যকা ভূমি দেখা যাইতেছে। দৃশ্যটি যেমন গ্রীষ্মের তেমনি ভয়াবহ]

যক্ষ। রামগিরি পর্বতে ঘোরতর গ্রীষ্ম
রবিকরে হয়ে আছি শরবেঁধা ভীষ্ম।
দুপুরের কড়া রোদে পুড়ে যায় গাত্র
গ্রীষ্মের সম্বল হাতপাখা মাত্র।

[হাতপাখা খাইতে লাগিলেন]

অলকার প্রাসাদের মনে পড়ে সুখটি
—আর মনে পড়ে মোর বনিতার মুখটি!
কন্‌কনে ঠাণ্ডা সে, এ যে বড় তপ্ত—
বরফের সের কিনি দিয়ে আনা সপ্ত!

[শিলাতলে যক্ষকান্তার ছবি আঁকিতে লাগিলেন].

অভিনব

মসৃণ শিলাতলে প্রিয়ার ছবিখানি
আঁকিগো বার বার কুটীরে মম।
নিজেরে আঁকি আমি চরণতলে তাঁর
প্রণয়-পূজা-রত সেবক সম !
নয়নে বারি ধায় ছবি যে মুছে যায়
শুধুই হিয়া ভরা আর্ত্তনাদ !
হায় কী নিষ্ঠুর বিধির নির্দ্দেশ
চিত্রে মিলনেও এতই বাদ !

[ছবি আঁকা রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন]

রামগিরি পর্বত ! রামগিরি পর্বত !
প্রাণ ফাটে তৃষ্ণায়, কই মিঠে সরবৎ !
প্রাণ ফাটে উত্তাপে প্রাণে জাগে বিচ্ছেদ
এস মেঘ জল দাও, ঘুচে যাক্ সব খেদ।
কুবেরের কড়া কোপ, মেজাজ কী রুক্ষ !
দিল মোরে কালাপানি ! বিচার কী সূক্ষ্ম !

[এমন সময় মশা কামড়াইল। দুই হাতে মশা মারিয়া কহিলেন—]

শকুনির মত হেথা বড় বড় মচ্ছড় !
কী করে কাটাব আমি পুরো এক বচ্ছর !

হাসির মেঘদূত

[দূরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—]

ঐ দূরে দেখা যায় পর্বত ঝর্ণা
করেছিল সীতাদেবী হোথা ঘর কর্না।
কত ছিল শান্তি সে, ছিল কত ফূর্ত্তি
—জাগে মনে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ মূর্ত্তি !
সীতাদেবী রাঁধিতেন খোয়া খোয়া অম্বল—
পত্নীই পতিদের চিরদিন সম্বল।

আমি বসি একেলাই
নিজ মনে রাঁধি খাই।—
রেঁধে রেঁধে বরবপু
হইয়াছে সূক্ষ্ম !
সহি বিরহের জ্বালা
ঢল্ ঢল্ করে বালা,
লুএর গরম হাওয়া
মন করে রুক্ষ।

[আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সহসা দূরে একখণ্ড মেঘের উদয় হইয়াছে। সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—]

কই মেঘ, কই মেঘ—
এস হে দারুণ বেগ,
ভিজায়ে কঠিন মাটি
ঢাল এক পশলা !

এই যে ! এসেছ ! আহা !
কী বা রূপ ! বাহা ! বাহা !

[মেঘ মৃদুমন্দগমনে আরো কাছে সরিয়া আসিলেন। তখন যক্ষ বলিলেন—]

এই যে! এসেছ! আহা!
কী বা রূপ! বাহা! বাহা!

[উচ্ছ্বসিত হইয়া]

এখনি কিনিতে যাব
খিচুড়ির মশলা!

[মেঘ একটি পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, ঠিক যেন ছবি তোলাইতেছেন। তাঁহার মুখে হাসি হাসি ভাব, পরিধানে গাঢ় নীল অম্বর, গাত্রে সুনীল উত্তরীয়, বর্ণ পাটল, এবং দেখিলেই মনে হয় খুব সহৃদয় ব্যক্তি]

যক্ষ। মেঘ হে! পাহাড় চুমি
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি।—
গজে যেন মদভরে
ক্রীড়া করে অন্ত!

মেঘ। খাসা উপমার ছটা
মাথাতেও আছে জটা

[যক্ষের গাত্রঘ্রাণ লইয়া]

কবি কবি বাস ছাড়ে
গায়ে তব সন্ত!

যক্ষ। বিরহে হয়েছি কবি
বলিব তোমারে সবই ;
এস, এস, বস ভাই,
ধরি তোমা' বক্ষে !
কুটজ কুসুম তুলি
দিব তোমা' অঞ্জলি
স্বাগত, স্বাগত সখা,
এলে তাই রক্ষে !

[গদ্‌গদভাবে মেঘকে নিরীক্ষণ করিয়া]

দেখিলে মেঘের ছায়
সুখীজন-চিত ধায় !
পরিবার দূরে দাদা,

[সহসা সচকিত হইয়া]

করেছি পাতার ঘর
জল পড়ে ঝর ঝর !
উনান নিভিয়া গেল
জানি তাহা পষ্ট !

মেঘ। 'প্রাইমাস্' ষ্টোভ্ কেন, জ্বালা যাবে ধাঁ করে
কিরূপে জ্বালাতে হয়, শিখাইও চাকরে।

যক্ষ। [চক্ষু কপালে তুলিয়া]

চাকর? বল কি ভ্রাতা!
এ কি তব কলিকাতা?
উড়িয়া বামুন গুটে
তাও গেল পলায়ে।
গেছে তাতে দুখ নাই,
খেতে দিত অতি ছাই!
ভাতেতে হলুদ দিত,
ফেণ দিত পোলায়ে।
আমি রাঁধি চেখে চেখে
রান্নার বই দেখে,
ছিনু ভায়া চিরদিন
গৃহিণীর অঞ্চল।
এইখানে বারোমাস
কী করিয়ে বসবাস
করিব তা ভেবে ভেবে
মন মম চঞ্চল।

[ক্রমেই তাঁহার শোক উথলাইতে লাগিল। কহিলেন—]

প্রিয়া মোর একা একা,
না পেয়ে আমার দেখা

জানিনেক' প্রাণ ধরে
আছে কিবা তরুণী
জীবনের শতকাজে
জীবনের নীর মাঝে
দুখের ঝটিকাবাতে
প্রিয়া ছিল তরণী।
তাহারে স্মরিলে হায়
মাথা যে ঘুরিয়া যায় !
মনে হয় আমি যেন
পড়িয়াছি পগারে
প্রথম বিরহ এই—
দাদা তুমি বুঝিবেই !
নাহিক আমার সম
হেন হতভাগারে !

[যক্ষ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কান্না আব থামে না ; তখন মেঘ বলিলেন—]

মেঘ। কাঁদিও না, মুছে ফেল ধারা তব অশ্রুর
টপ্ টপ্ ঝরে জল ডগা হতে শ্মশ্রুর !

কাঁদিও না, মুছে ফেল ধারা তব অশ্রুর
টপ্ টপ্ ঝরে জল ডগা হতে শ্মশ্রুর !

যক্ষ। [সরোদনে]

প্রিয়া মোর বলেছিল, লাগিলেই ঠাণ্ডা
কুইনীন্ খেয়ে যেন রাখি ধরে প্রাণটা !

মেঘ। আহা !

যক্ষ। [চোখ মুছিতে মুছিতে]

আর বলেছিল জায়া প্রেমভরা চক্ষে—,
'ঘামে ভিজা গেঞ্জীটা রেখো না ক'বক্ষে'।'

মেঘ। আহা !

যক্ষ। ওগো মেঘ সহৃদয়,
জানি তুমি সদাশয়
শরীরে পুলক বয়,
ধরি তোমা মস্তে !
আমার প্রিয়ার তরে
দিব চিঠি তব করে ;
চট্ করে নিয়ে গিয়ে
দিও তাঁর হস্তে।

মেঘ। [সত্রাসে]

বল কি ভাই রে যথা !
অবুঝ হ'য়োনা সখা।

ধুঁয়া বারি বায়ু দিয়ে
রচা মোর গাত্র—
আমারে করিবে দূত ?
এ কি কথা অদ্ভুত্ !
ডাকেতে পাঠাও চিঠি
ব্যয় আনা মাত্র।

যক্ষ। অলকার ডাকখানা,
নাম তার নাহি জানা।
নিয়ে মোর সওগাত
যাও ভাই অদ্য।

মেঘ। [অঙ্গভঙ্গী সহকারে ভয় দেখাইয়া]
টিবেটে দালাই লামা
বসিয়া বুনিছে ধামা।
তল্পী দেখিলে মামা
কেড়ে নেবে সদ্য।

যক্ষ। [আব্দারের সুরে নাচিতে নাচিতে]
তবে মুখে মুখেই
বার্ত্তা দিব

অভিনব

ভাইরে আমার
পরাণ বাঁচা !
পুষ্কর কুল
হর্ষে আকুল
তোমায় পেয়ে
বন্ধু সাঁচা।
ছোট লোকের
দেমাক ভারি,
চাইনে কিছু
তাহার কাছে।
বড়র কাছে
হলেও বিফল
চাইতে বল
কী লাজ আছে
তপ্ত জনের
শরণ তুমি
দূত হয়ে যাও
প্রিয়ার কাছে।
নাম অলকা
চিনবে সখা

সৌধে চির-

জ্যোৎস্না আছে।

[মেঘ মুখ 'কাঁচু মাচু' করিতে লাগিলেন]

যক্ষ। না ব'লো না বন্ধু আমার,

মন করিলে কী না পার' ?

দয়িতা যে মরণপথিক,

জীবন তাহার রাখতে নার ?

[উভয়ের দ্বৈত গীতি]

যক্ষ। কঠিন বিরহভার মম চিত অনিবার

পীড়া দেয় দিবসে ও রাত্রে !

দিনে রাতে সন্ধ্যায় প্রিয়া পানে মন ধায়-

মেঘ। তাই বুঝি ঘাম ঝরে গাত্রে ?

আহা, তাই বুঝি, হুহু করে—

ঘাম ঝরে গাত্রে !

যক্ষ। উত্তরে হিমালয় সেথা মম প্রিয়ালয়—

সেথা হতে আসে বায়ু মন্দ

প্রিয়ার সুবাস লয়ে আসে বায়ু রয়ে রয়ে-

মেঘ। সোঁদা সোঁদা পাই তারি গন্ধ !

আহা, তাই বুঝি সোঁদা সোঁদা

পাই তারি গন্ধ !

যক্ষ। উত্তর সমীরণ কানে কানে কয় গো—
এনেছি তোমার প্রিয়া-অশ্রু
শরদির ভয় ভুলে আমি ধেয়ে যাই গো—

মেঘ। তাই কি রেখেছ চাঁপ শ্মশ্রু?
আহা, শরদির বড্ডি গো—
এই চাঁপ শ্মশ্রু!

যক্ষ। একদা রজনীযোগে স্বপনে দেখিনু গো—
মাগিছে আলিঙ্গন প্রিয়া!
তখনি ঘুমের ঘোরে জড়ায়ে ধরিনু জোরে

মেঘ। প্রিয়ার ফোটোটি বুকে নিয়া!
আহা জড়ায়ে রহিলে শুয়ে—
প্রিয়া—ফোটো নিয়া!

যক্ষ। ফোটো নয়, ফোটো নয়,
ফোটো কোথা পাব রে—
বিরহেতে ছল ছল চক্ষে—
গভীর ঘুমের ঘোরে হতাশে জড়ানু জোরে
উড়িয়া বামুনে মম বক্ষে!

মেঘ। এ কী পরিতাপ হায় যথা ওহে যথা গো!
মহাকাল, কর এরে রক্ষে!

রেমো শেমো মাধা নয়   ঝুঁটি বাঁধা উড়ে গো
উড়ে বামুনেরে নিল বক্ষে !

যক্ষ। [মেঘের প্রতি করযোড়ে]

জানে ত সব দেশ
প্রিয়ার সন্দেশ
প্রিয়ার মিলনের
সমান প্রিয়।
দূরিতে দয়িতার
বিরহ গুরুভার
সরস বাণী মম
তাহারে দিও।

মেঘ। মানে, ইয়ে, তাইত গো, মানে, ইয়ে, তাইত !

যক্ষ। তাইত'র কিছু নাই, আমি তব ভাইত।

[পুনরায় করযোড়ে]

পরশ লোভে তার
কথার ছলে
মুখটি রাখিতাম
কপোল তলে।

অভিনব

মর্ম-মন্থিত
যে বাণী মম
উঠিছে মন্দ্রিয়া
ডমরু সম,
সে বাণী তব মেঘ
সঁপিব করে—
প্রিয়া যে বহুদূর
দূরান্তরে !
জলদ, সকরুণে
শুধাই পুনঃ
আমার প্রার্থনা
শুনগো শুন !
মৌন রহ তুমি,
কথা না বলে
দৌত্য তরে সখা
যাবে না চলে' ?
যাচিত চাতকের
প্রার্থনাতে
করুণা ঢালি দাও
অম্বুপাতে ।

মহৎ নাহি হয়
বাক্য সার—
নীরব কর্ম'ই
মহিমা তার।

মেঘ। হৃদয় গলে তব
প্রার্থনায়
তুষিতে দিব তোমা
প্রাণ যা চায়।
আমার ডমরুর
গভীর রবে
মিলন পিপাসিত
পথিক সবে
ত্বরিতে দয়িতার
ঘুচায় শোক—
অশ্রু আজি তব
ক্ষান্ত হোক।

যক্ষ। এস হে এস মেঘ আমার ঘরে
সরস দিব বাণী প্রিয়ার তরে
তাহার সাথে দিব অভিজ্ঞান
যাহাতে বনিতার বাঁচিবে প্রাণ।

সেই সাথে কব আর
আছে যাহা বলিবার
কব পথ সন্ধান
কব সব নির্দ্দেশ।

মেঘ। তাই বেশ, তাই বেশ।

যক্ষ। [উচ্ছ্বসিত চিত্তে]
রুদ্ধ হয় মম কণ্ঠ আজ
আশীষ করি, হও রাজাধিরাজ।

[উভয়ের কুটীরের দিকে প্রস্থান

—পট ক্ষেপণ—

দ্বিতীয় অঙ্ক

[এই অঙ্কের বিষয় হইল মেঘের দৌত্যযাত্রা। বিভিন্ন বিচিত্র ভূভাগের মধ্য দিয়া মেঘ চলিয়াছেন, কত জনপদ, কত হ্রদ নদ নির্ঝর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন—মাঝে মাঝে কত বিচিত্র রকমের সঙ্গী আসিয়া মেঘের গতিরোধ করিতেছে,—কেহ বা প্রণয় জ্ঞাপন করিতেছে, কেহ বা কুশল শুধাইতেছে কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিতেছে। তাঁহার এই গতি পরিস্ফুট করিবার জন্য এই অঙ্কের মধ্যে ঘনঘন দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইবে]

[রাজপথ বহিয়া মেঘ চলিয়াছেন]

মেঘ। গুরু গুরু গর্জনে নীল নভ অঙ্কে
যাব উড়ে সমীরণ সঙ্গে।
ধারা জলে ধরা ধুলি পরিণত পঙ্কে
সাথে যাবে চাতকেরা রঙ্গে।

[গভীর বৃষ্টি নামিল]

[পথিক বধূদের প্রবেশ]

পথিক বধূগণ। বর্ষা! বর্ষা! আসিয়াছে বর্ষা।
কর্সা! কর্সা! মন হল কর্সা।

স্বামী মহাশয়গণ করিবেন আগমন
আর নাহি সংশয়, হল এবে ভরসা।

মেঘ। সার্দ্দার আইনের এই এক জঞ্জাল,
বর্ষার আগমনে মন হয় কাঙ্গাল।

[পট পরিবর্ত্তন—চিত্রকূট গিরি ও মেঘ]

চিত্রকূট। এস এস এস মেঘ, বস মম বক্ষে
রবি করে পুড়ে গেছি এলে তুমি, রক্ষে !
রঘুপতি এইখানে করেছিল বস্তি
সেই মান পেয়ে মোর প্রাণভরা স্বস্তি।
আজ সখা পেয়ে তোমা চোখে ভরে বাষ্প
যতদিন রবে প্রাণ, তোরে ভাল বাসব।

মেঘ। [ক্লান্তি ভরে উপবেশন করিতে করিতে]

বস্‌ছি তব
শিখর পরে,
ক্লান্তি ভরে,
একটু সর।
ঝরণা হতে
অাঁজলা ভরি
পিয়াও বারি
তৃষ্ণা হর।

[পটপরিবর্ত্তন—গভীর অন্ধকারে ঝড় ও বিদ্যুৎ হইতেছে। বিদ্যুতের আলোকে সিদ্ধ বধূগণকে দেখা যায়]

সিদ্ধবধূগণ। পাহাড় চূড়া উড়ল ঝড়ে—
পরাণ মাগো কেমন করে !
ঝড় দোলা দেয় বজ্র হানে
পালাই চল মরব প্রাণে।

[প্রস্থান]

[ধীরে ধীরে আকাশে রৌদ্র ফুটিয়া উঠিল। বিভিন্ন দিক হইতে মেঘ ও রামধনু প্রবেশ করিলেন। রামধনুর অঙ্গে সপ্তবর্ণের বেশ, হস্তে সপ্তবর্ণ চিত্রিত ধনু]

রামধনু। মাণিকছটা অঙ্গে আমার সপ্তরঙের বাস।
সুয্যি মামার কিরণমাখা আমি মেঘের হাস।
এস গো মেঘ তোমার রঙে মিলাই আমার রঙ
শ্যামের সুনীল অঙ্গে যেমন ময়ূর পাখার ঢঙ !

[রামধনু ও মেঘ আলিঙ্গন-বদ্ধ হইলেন। তারপর রামধনু প্রস্থান করিলেন। আরো আলোক ফুটিয়া উঠিলে দেখা গেল এক ছায়ায় ঢাকা পল্লীপথ]

[পল্লী বধূগণের প্রবেশ]

প্রথমা পল্লীবধূ। জানিনে ছল কলা, অবলা মোরা—
জানিনে কি জিনিষ আঁখির ছোরা।

দ্বিতীয়া। জানিনে ফ্যাসানের কোনই ধারা—
কেবল এঁটোকাঁটা নিয়েই সারা।

তৃতীয়া। পরিনে হিল্‌ ওলা ছুঁচালো জুতা
'সাহেব' দেখে হই ভয়াভিভূতা।

চতুর্থী। কহিনে ফড়্‌ ফড়্‌ ফরাসী বুলি
ধরিনি ব্রেস্‌লেট্‌, পরি গো রুলি।

সকলে। তথাপি মেঘ দেখে মোদের চিতে
পুলক জাগিল রে এই নিভৃতে।
মেঘ গো! মোরা সবে প্রণাম করি
তুমিই আমাদের জীবন তরী।
মোদের মাঠে ঢাল অম্বু ধার—
ভরাও ঘরে ঘরে ধান্য ভার।

[প্রণাম]

মেঘ। [আশীর্বাদের জন্য দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া]

বহুজন-বাঞ্ছিত শ্যামরূপলাঞ্ছিত
তেজোময় মেঘ আমি দৃপ্ত!
আজি গ্রাম-ললনার নিধি আমি কামনার,
দিব বারিধারা পরিতৃপ্ত!

[পটপরিবর্ত্তন—আম্রকূটগিরি ও মেঘ]

আম্রকূট। জুড়িয়ে গেল, জুড়িয়ে গেল
শান্ত জ্বালা দাবাগ্নির!

আম্রবনে জাগল হাসি
মুছাই তোমার শ্রমের নীর।

[তথাকরণ]

হরিৎ রঙের আম্র আমি
আনব ভরে পর্ণপুট
খাও গো সখা বন্ধু তুমি
নামটি আমার আম্রকূট।

[পটপরিবর্ত্তন—গভীর বনে বনচর বধূগণ]

[সহসা বৃষ্টি নামিল]

বনচর বধূগণ। ঐ রে এলো জলের ধারা—
ভিজল মোদের কুঞ্জবন।
পালাই চল ঊর্দ্ধশ্বাসে
বসন করি সম্বরণ।

[পলায়ন]

[বিভিন্ন দিক হইতে মেঘ ও রেবা নদীর প্রবেশ]

মেঘ। [গভীর স্বরে]
এই যে রেবা, শীর্ণ কায়া
এলে উপল চঞ্চলিয়া!
শীর্ণা তুমি, শীর্ণা বঁধু—
হৃদয় ভরি ঢালব মধু।

রেবা। [মেঘের দিকে আকৃষ্ট হইতে হইতে]

পিয়াসী আঁখি মম তোমার লাগি
নিদ্রাহীন চোখে প্রহর জাগি।
জম্বুরসে কষা আমার বারি
করাব পান সখা আনিয়ে ঝারি।
শরীরে পাবে বল খিন্ন তুমি
পরাণ বঁধু তব চরণ চুমি!

[প্রণাম]

মেঘ। মিলন হল, সখি, বরষ পরে
তোমারে পেয়ে হৃদি আকুল করে!
বিন্ধ্যবনছায়ে গিরির কূলে
তোমারে গিয়েছিনু ফেলিয়ে ভুলে।
আজিকে তার লাগি করুণা করি—
আমারে ক্ষমা কর, বক্ষে ধরি।

[আলিঙ্গন]

রেবা। [শিহরিত হইয়া]

পুলক বনে বনে
নীপ রোমাঞ্চনে
কাঁপিল পরশনে
তোমার বঁধু

এসেছে মৃগদল
করিয়ে কোলাহল।
ভরিয়ে বনতল
বিলাও মধু!
ককুভ-সুরভিত
গিরির শিরে শিরে
ময়ূর পাখা তুলে
নাচিছে ঐ—

গভীর প্রীতিভরে
নয়নে জল ঝরে!—

[এমন সময় গভীর শঙ্খধ্বনি করিয়া নেপথ্যে সাগর ডাক দিল "আয়, আয় আয়"—সেই দিকে ইঙ্গিত করিয়া রেবা কহিলেন—]

সকল কথা বলা
হল গো কই!

[রেবা প্রস্থান করিলেন—মেঘ অনেকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া রহিলেন]

[পটপরিবর্ত্তন—বিন্ধ্য উপত্যকায় সিদ্ধ ও সিদ্ধ বধূ উপবিষ্ট]

সিদ্ধবধূ। আকাশ ঘিরে চাতক সারি
করিছে পান বরষা বারি।

বলাকা পাঁতি উড়িছে নভে—
এক, দুই তিন কত না হবে !
চার পাঁচ ছয়— ধাইছে ত্বরা
কঠিন বড়ই গণনা করা !

[ঝড়ের পুষ্পকরথে মেঘ চলিয়াছেন]

মেঘ। [গর্জ্জনের ভঙ্গীতে]

ঘর্ঘর রথ মম অম্বর চূর্ণি
চলিয়াছে ঘোর রবে উদ্দাম ঘূর্ণি।
বজ্রের ঝন্ ঝন্ অসি মোর অঙ্গে—
চমকিয়ে ক্ষিতিপ্রাণ চলি আমি রঙ্গে

[সিদ্ধবধূ সভয়ে সিদ্ধের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন]

সিদ্ধবধূ। [সত্রাসে]

ওগো, ওগো
আমায় ধর !
কাঁপছে হৃদি
রক্ষা কর।
চল্‌ছে হেঁকে
পাগ্‌লা বায়ু
বজ্র পড়ে—
বক্ষে ধর।

সিদ্ধযুবক। মিটল আশা ধরল বুকে
আপনি প্রিয়া গভীর সুখে।
এই মিলনের ঘটক তুমি
নীরদ তোমার চরণ চুমি।

[মেঘকে প্রণাম করিলেন]

[পট পরিবর্ত্তন—দশার্ণাশ্রম,—দশার্ণাবাসিগণ]

দশার্ণাবাসিগণ। [মাদল বাজাইয়া নৃত্য তালে]

উপবনের বেড়ার ধারে
ফুটল কেয়া ভারে ভারে।
পাখীরা সব বাঁধছে বাসা
দশার্ণাতে জাগল আশা।
জাম পেকেছে বনে বনে
হর্ষ ভরে মনে মনে।
দশার্ণারি চাষের ভুঁয়ে
ছাপিয়ে ওঠে ধান্য ধনে।

[পট পরিবর্ত্তন—বেত্রবতী নদী ও মেঘ বিভিন্ন দিক হইতে সম্মুখীন হইলেন]

বেত্রবতী। ওরে, এল এল এল আজি
এল মোর প্রিয়—

আমি পিপাসিত আছি বসে
সুধারস দিও !

মেঘ। যাবার বেলায় এই কথাটি বলি
তোমার কাণে কাণে
রূপটি তোমার রইবে ছুঁয়ে নিত্য
আমার প্রাণে প্রাণে
বিদায় দিনের শেষ লেখাটি
আঁকব তোমার ওষ্ঠপুটে

[চুম্বন] একটি চুমায়, তন্বী, আমার
সকল হৃদয় পড়ল লুটে।

[পটপরিবর্ত্তন—পুষ্পোদ্যান ও পুষ্পচায়িকা]

পুষ্পচায়িকা। [সাজি হাতে ফুল তুলিতেছেন]

ফুল বেচে আর ভাই লাভ নাই একদম
বাজার পড়েছে বড় মন্দ !
কাগজের ফুল বেচে জাপানীরা হরদম
এসেন্স মাখায়ে করে গন্ধ।
তারপর দেখ দেখি এ কী কথা ভয়ানক
টেক্‌সো বসিবে নাকি ইহাতে
সেদিন ডেপুটি আসি করে গেছে মাফ্‌ জোপ
ছ' আনা ফুলের প্রতি বিঘাতে !

তারপর ফুল তুলে   গাল মোর তুলতুলে
রাঙা হল সূর্য্যের কিরণে
দাও মেঘ ছায়া দাও   একবার দেখে যাও
রোদে পোড়া কালো মোর বরণে।

[সহসা রবিরশ্মি অন্তর্হিত হইয়া স্থানটি ছায়ায় ভরিয়া গেল]

তুমি ত ক্ষমতা ধর,   ওগো মেঘ এই কর
টেক্‌সো যাহাতে ওরা নাহি পারে বসাতে
আমার প্রণাম নাও   ডেপুটির মাথা খাও
বদ্‌লি করিয়া দাও তারে চাঁইবাসাতে।

[পট পরিবর্ত্তন—উজ্জয়িনীর রাজপথ—বিশাল হর্ম্মের শ্রেণী
জালিকাবাতায়ন হইতে ধূম নির্গত হইতেছে]
[উজ্জয়িনীর রাজপথে তরুণীগণ]

প্রথমা। কেশ বেশ টয়লেট্ এই নিয়ে মত্ত
সকলে। উজ্জয়িনীর মোরা তন্বী।
দ্বিতীয়া। সাজ সব ছিম্ ছাম্ সুবাসিত কেশ দাম
সকলে। নারীকুলে মোরা সবে ধন্যি।
প্রথমা। আমাদের আঁখিশরে পথমাঝে যুবকেরা
সকলে। পড়িতেছে ধুপ্ধাপ্ নিত্য।
দ্বিতীয়া। জালিকাটা জানালার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষুরধার
সকলে। ছুঁড়ি শর বিঁধিবারে চিত্ত।

প্রথমা। মোরা করি অ্যাড্‌ভান্স সারারাতি করি ডান্স

সকলে। ঘুম ভাঙে আটটার পরেতে—

দ্বিতীয়া। শিপ্রার জল মাঝে ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ডাকে হাঁস

সকলে। জুটি সবে ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ ঘরেতে।

প্রথমা। ধূপ ধুনা ধুঁয়া দিয়ে মাজি মোরা কেশপাশ

সকলে। পাড়াগাঁয়ে নই ভয় তরাসে।

দ্বিতীয়া। মোরা নাচি ধিন্ ধিন্ ময়ূরেরা সারাদিন

সকলে। নাচে আমাদের সাথে কোরাসে।

[পটক্ষেপণ—মহাকালের মন্দির সম্মুখে প্রাঙ্গণ। প্রমথগণ]

প্রমথগণ। আমরা প্রথম শিবের চর

শ্মশানে মশানে মোদের ঘর।

খাওয়া হয়ে গেলে বড় তামাক

শম্ভু কহেন 'কল্কে রাখ্'।

আমরা তখন প্রসাদ পাই

হবু গবু রামা এই ক' ভাই।

এবার হয়েছি দুয়ের বার

দুঃখের কথা কব কি আর!

বড় তামাক্ আর স্পীক্-টী-নট্

গাঁজার দোকানে কী বয়কট!

"মোরা নাচি থিন্ থিন্ ময়ূরেরা সারাদিন
নাচে আমাদের সাথে কোরাসে।"

গান্ধীর দল জুটি সবাই
গাঁজার দোকানে মারিছে ঘাই!

[প্রস্থান]

[সন্ন্যাসীগণের প্রবেশ]

সন্ন্যাসীগণ। ভারতের গাঁজাখোর সন্ন্যাসীসঙ্ঘ
হাই তুলি ঘন ঘন যেন সব সং গো!
গাঁজা নাই, গাঁজা নাই গান্ধীর জন্য—
মহাদেব রেগে খুন, কহিব কি অন্য!
আঁকড়ি কমণ্ডলু নাকে দিয়ে নস্য—
শাপ দিয়ে একদম করে দিব ভস্ম।

[প্রস্থান]

[যোগী ও যোগিনীর প্রবেশ]

যোগী। যত সব টিঙ্‌টিঙে
ছোঁড়াগুলো পিকেটিঙে
মাতিয়াছে দিন রাতি
আব্‌কারি দোকানে!
নেশা ভাঙ্‌ নাহি পাই
সদামুখে উঠে হাই—
এ দেশ ছাড়িব আর
রব নাক' এখানে।

যোগিনী। ঢঙ্ দেখে হাড় জ্বলে,
কত লোক কী না বলে!
গাঁজাখোর বুড়ো হলে
হয় মতিচ্ছন্ন!
কেহ দিল টাকা ছাড়ি
কেহ ছাড়ে ঘর বাড়ি—
নেশাটি ছাড়িতে ভয়
এত হয়, ধন্য!

যোগী।
তোমরা নারীর জাতি,—নেশার কি জান ছাই!—ফুঃ
জীবনে ত কোনদিন নেশা কভু কর নাই!—ফুঃ
(সদম্ভে) বয়স যখন মোর বারো পার হয় নাই
তখনি শিখেছি খেতে গোপনেতে বার্ডসাই!

[প্রস্থান]

যোগিনী। বাহাদুর ছেলে তুমি বখাটের পাণ্ডা—
জল ঢেলে মাথা তব করে দেব ঠাণ্ডা!

[পিছনে পিছনে প্রস্থান]

[নেপথ্যে মহাকালের মন্দিরে সান্ধ্য আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। একদিক হইতে মেঘ, অপর দিক হইতে চামর হস্তে নটীদলের প্রবেশ]

নটীদল। চামর ধরা হাতের কড়া
নরম ওগো হল ত্বরা!
মেঘের দেখা পেলেম সাঁঝে—
খুসীর রাশি পরাণ মাঝে।

মেঘ। দেবদাসী উঠে যাবে আইনের তন্ত্রে
খবর পড়েছি আমি কাগজে।
আসিতেছে নব যুগ লয়ে নব মন্ত্রে
এ কথা রাখিও ধরি মগজে।

[পট পরিবর্ত্তন—ঘোর অন্ধকারময়ী রাত্রি; অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে রাজপথে চকিতপদে অভিসারিকা অভিসারে চলিয়াছে]

অভিসারিকা।

চলিয়াছি অভিসারে কাঁটা দেয় গাত্রে—
মাড়াইনু এটা কি গো, মিউ মিউ!
বিড়ালের ছানা এল কোথা হতে রাত্রে—
জ্বাল মেঘ টর্চ বাতি,

[মেঘ বিজলীর আলো ফেলিয়া পথ দেখাইয়া দিলেন]

অভিসারিকা। থ্যাঙ্ক্‌ ইউ।

[পট পরিবর্ত্তন—গম্ভীরা নদী ও মেঘ। গম্ভীরা মেঘকে আলিঙ্গনে বাঁধিতে উদ্যত—মেঘ পলায়নে তৎপর]

চলিয়াছি অভিসারে কাঁটা দেয় ,গাত্রে-
মাড়াইনু এটা কি গো, মিউ মিউ !

গম্ভীরা নদী।

গম্ভীর জল মোর গম্ভীরা নাম
আজি যেতে নাহি দিব ওগো গুণধাম।
পড়িয়াছি বড় বড় বিরহের কাব্য
বড় বড় যৌন সমস্যা—

মেঘ। এ্যাঁ—

গম্ভীরা। বর্ষার বান ডেকে কুল আমি ছাপব—
জান নাকি আজ অমাবস্যা!

মেঘ। এ্যাঁ!—

গম্ভীরা। আড়ষ্ট ভাব তব দেখে জ্বলে চিত্ত
এস তব বুদ্ধিতে ধার দি—
'শেষের কবিতা' আমি পড়িতেছি নিত্য—
জানি কিবা বলে গল্‌স্‌ওয়ার্দি।
একালের মেয়ে আমি নাহি মানি পর্দা—
চাহি মোরা পুরুষের সাম্য—
আনিয়াছে নবযুগ চিরজীবী সার্দা—
জড়তা সে চূর্ণই কাম্য।

মেঘ। ও বাবা!

গম্ভীরা। সেকালের মেঘ তুমি সনাতন প্রথাতে
জড়সড় হয়ে আছ বাঁধনে—
রাম নাই, সীতা নাই তবু তব মাথাতে
বহে মর সে-গন্ধমাদনে।
আজকাল নরনারী নব নব ধরণে—
নবরূপে ভালবাসা বেসেছে—
পত্নীর যুগ গেছে চলি দ্রুত চরণে—
বান্ধবী যুগ এবে এসেছে।
বিবাহের মন্ত্রে ও বিবাহের বাঁধনে
আজকাল 'লভ্' আর নাহিরে—
প্রেমিকার বেড্রুমে জ্বলে রাঙা বাতিটি
প্রেমিকের বেড্ পানে চাহিরে !

[মেঘকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত]

মেঘ। [ত্বরিৎ পলাইতে পলাইতে]
একে মোর গেঁটে বাত
ক'রে দিল কুপোকাৎ—
স্যাঁৎ স্যাঁৎ দিনরাত
সারাদিন সর্দি।
এ বড় ছোঁয়াচে রোগ
ছুঁলে আছে মহা ভোগ

এই রোগে ইতিহাসে
মরে আলিবর্দ্দী।

[মেঘের পলায়ন ও গম্ভীরার পশ্চাদ্ধাবন]

[পট পরিবর্ত্তন—দশপুরের পথ, দশপুর বধূগণ ও মেঘ]

প্রথমা। দশপুর বধূ মোরা দশদিকে ধেয়ে যাই—
দ্বিতীয়া। কালো আঁখি তারকায় চমকায় ক্ষিতি তাই।
প্রথমা। ভ্রূলতাটি আমাদের নাচিতেছে দিনরাত
দ্বিতীয়া। ইসারায় কাজ সারি আনিনেক মুখে বাত্।
মেঘ। [গদগদ ভাবে]
আহা, তোমাদের কালো চোখে কামনার অঞ্জন!
বধূগণ।
আমাদের খানসামা রাঁধে ভালো ব্যঞ্জন।
মেঘ। আহা, হৃদয় হরণ কর, সবে হৃদিরঞ্জন!
বধূগণ।
আজ যদি এসো মেঘ, দেবো তোমা' luncheon।

[পট পরিবর্ত্তন—ব্রহ্মাবর্ত্তের জ্বালাময় প্রান্তর। ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পরিধেয় বসন ছিন্ন ভিন্ন, রুধির সিক্ত, অঙ্গে অজস্র তীর বিদ্ধ। গৌরবর্ণ রূপ শুষ্ক কঠিন ও কর্কশ]

ব্রহ্মাবর্ত্ত।

রক্ত দেখ, রক্ত দেখ, আমার বুকে রক্তধারা
বিঁধিছে শর তীক্ষ্ণ কঠিন, জ্বালায় আমার অঙ্গ সারা।
আমার মাটি আমার পাথর রক্তনীরে সিক্ত হল
আমার বুকের ঝরণা বারি তিক্ত হল, তিক্ত হল।
পার্থশরে ছিন্নকরা লক্ষ শিরের লক্ষ সারি
বইছি বুকে রাত্রি দিবা, ব্রহ্মাবর্ত্ত নাম আমারি!

[মেঘের প্রবেশ। মেঘ আপনার কোলে মাথা লইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তকে শয়ন করাইলেন। অতি যত্নে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন—তীরগুলি খুলিয়া দিলেন]

মেঘ। তপ্ত তুমি বৃদ্ধ প্রাচীন, উঠছে তব অঙ্গে ধূম
সিক্ত করি প্রাঙ্গণতল এস তোমায় পাড়াই ঘুম।

[পট পরিবর্ত্তন—কনখলে জাহ্নবী প্রপাত। জাহ্নবী ও মেঘ। জাহ্নবীর হস্তে রবিবর্মার সেই সুবিখ্যাত গঙ্গাবতরণের চিত্রখানি রহিয়াছে।]

মেঘ। জাহ্নবী মা, প্রণাম করি—
পাতক আমার লও গো হরি।

[প্রণাম]

জাহ্নবী।

হিমগিরির শৃঙ্গ হতে আসছি আমি সটান নামি
সগরকূলের স্বরগ সিঁড়ি, পূজে আমায় মুক্তিকামী।

কনখলের স্বর্গদ্বারে আমার প্রথম মর্ত্তে আসা
শিরে আমায় বহেন স্বামী, এমনি তাঁহার ভালবাসা।
স্বর্গ হতে প্রথম নামা দেখে যদি নাহিই থাকো
বর্মারবির চিত্রখানা ভাল করেই দেখে রাখো।

[চিত্র প্রদর্শন]

ঐ যে হোথা দাঁড়িয়ে দূরে পা ফাঁক করে চুরট হাতে
উনিই আমার শম্ভু-স্বামী, পতন আমার ওঁরই মাথে।
মুখটি আমার চপল কিছু   বুঝছ তুমি   আশা করি
সতীন ঘরে চুপটি করে আমি কি ছাই রইতে পারি।
কাউকে আমি করব যে ভয় এমন মেয়ে নইকো মোটে—
স্বামীর জটা আঁকড়ে চলি স্বামী আমার পিছে ছোটে।
দুর্গা মেয়ে প্যান্‌প্যানানি, লক্ষী ভারি,—রান্না করে—
ঘিন্ ঘিনে স্বর শুনলে তাহার হাড়ে আমার বোখার ধরে।
ঘরের মাঝেই নারীর নাকি থাকা উচিত কইছে সবে—
তাইত আমি ঘর ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেছি গভীর রবে।

[পট পরিবর্ত্তন—হিমালয়ের শিখরদেশ। কিন্নরীগণের বংশীধ্বনি ও গীতি]

কিন্নরীগণ।

কাঁপিছে বনবন পবনে সন সন, বাজিছে বেণু
ত্রিপুর বিজয়ের ললিত ইতিহাস গাহিয়ে এনু।

আমরা কিন্নরী অযুত রূপ ধরি বিলাই হাসি
শীতল হিমাচলে তুলি গো কুতূহলে কুসুম রাশি।

[প্রস্থান]

[মেঘ ও তাঁহাকে চারিদিকে ঘেরিয়া স্বর্গের তরুণীগণ মেঘকে জ্বালাতন করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন]

তরুণীগণ। [নৃত্য তালে]

মেঘ ছিটায়ে মাতামাতি করব মোরা রঙ্গে
বাজিয়ে রনন্ হাতের কাঁকন্ বারিধারার সঙ্গে।

[নৃত্য ও তালে তালে হাতের কঙ্কণ ধ্বনি]

মেঘ। করিওনা জ্বালাতন, মেয়ে সব দুষ্ট
চলে যাও, তা না হলে হব ভারি রুষ্ট।

একজন তরুণী। ওগো মেঘ মশাই গো—
এই, তুমি বক দেখেছো!

অপরা। মেজাজ তোমার ফোঁস্ কেউটে
গোখরো সাপ!

সকলে। [নৃত্য তালে] আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
ধান দেব মেপে (মেঘের ক্রোধ)
দেবে কি শাপ!

মেঘ। [গভীর গর্জনে]

গর্জনভীমস্বরে কাঁপে বিশ্ব
ভেবেছ কি বলহীন আমি নিঃস্ব!

অগ্নির তেজ ধরি মম বক্ষে
চলে যাও, তা না হলে নাই রক্ষে !

[স্বর্গ কন্যাগণের পলায়ন]

[পট পরিবর্ত্তন—দূরে গিরিগাত্রলগ্না অলকা দেখা গেল, নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে, গিরির শিরে শিরে তুষার আবরণ]

মেঘ। স্বপ্নের মত ঐ দেখা যায় অলকায়
প্রণয়ের সুধারসে মগ্না
শৈলের গাত্রেই প্রণয় আলিঙ্গনে
সুনিবিড় চুম্বনলগ্না।
পর্বতপাদমূলে বয়ে যায় গঙ্গার
অমলিন স্রোত জল নিত্য
ঠিক যেন অলকার খ'সে পড়া অঞ্চল,
পুলকিত হল মোর চিত্ত।

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন—অলকাপুরীর রাজপথ। অলকা বনিতাগণ পথে চলিয়াছেন। তাঁহাদের হস্তে লীলাকমল, অলকে কুন্দের কলি, মুখে লোধ্ররেণু, চূড়ায় কুরুবকের মালা, কর্ণে শিরীষ ফুলের আভরণ, সীমন্তকে কদম্বের সীঁথি]

প্রথমা। টিবেটি নহিগো মোরা, অলকার কন্যা
ত্রিভুবন বিজয়িনী, নারী রূপে ধন্যা।

মেঘ। [চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আপন মনে কহিলেন]

তাইত দেখি, আহা, আহা, বড় খাসা রূপটি
কথা নাহি সরে মুখে, ক'রে আছি চুপটি।

প্রথমা। কাঁক্ড়ার মত তুমি বার করি অক্ষি
দেখিতেছ আমাদের সর্বে
ভাবিও না চটে যাব, মেয়ে মোরা লক্ষ্মী

সকলে। ভরিছে মোদের মন গর্বে!

দ্বিতীয়া।

হস্তে মোদের লীলার কমল আছেই আছে জেনো
কেশে মোদের কুন্দকলি দেখেছ কি হেন?
লোধ্র ফুলের শুভ্র-রেণু মাখি মুখের পরে

মেঘ। তুলনাহীন রূপ তোমাদের, দেখে চিত্ত হরে!

প্রথমা। চূড়ার পাশে কুরুবকের দুলায়ে দিই মালা
শিরীষ ফুলের দুলটি দুলে কর্ণ করে আলা।
সীমন্তকে কদম ফুলের গাঁথি মোহন সীঁথি
দেখেছ কি সাজের কোথাও এমন ধারা রীতি?

মেঘ। আহা মরি তোমাদের চেহারা কী মিষ্টি
করিয়াছ অভিনব ফ্যাসানের সৃষ্টি!

দ্বিতীয়া।

আমরা সবাই লক্ষ্মী মেয়ে অল্পে মোদের মনটা খুসী
বসন ভূষণ পাবার আশা সত্যি বটে বক্ষে পুষি,
কিন্তু মোদের হয়না যেতে কল্‌কাতা কি ফয়জাবাদে
কল্পতরুই যোগায় নিতি রঙীন সাড়ি নির্বিবাদে।
পুষ্পে তাহার ভূষণ রচি, সাজাই দেহ কৌতুহলে
রসটি তাহার মোহন সুরা সেবন করি সন্ধ্যা হলে।

মেঘ। কল্পতরুর চারা পাই যদি লাখোটা
বানাই ধরণীতলে স্বরগের সাঁকোটা।

প্রথমা। স্বামীসোহাগিনী মোরা, এতে নাই সন্ধ'

মেঘ। কেননা, গহনা গড়া খর্চাটি বন্ধ।

দ্বিতীয়া। নিত্য এ অলকায় পুষ্পিত তরুদল,
ষটপদ-গুঞ্জিত কুঞ্জ—

মেঘ। অ্যামোনিয়া দিলেযায় জ্বালা করা নিমেষেই
কামড়ালে মৌমাছিপুঞ্জ।

প্রথমা। উদ্‌গ্রাব কেকারব করে গেহে শিখিদল,
কলাপের শোভা হরে চিত্ত

মেঘ। ঘেঁট না ময়ূর সবে, 'প্যারট ডিজিজ্' হবে
দেখিতেছি কাগজেতে নিত্য।

সকলে। ঝরেনাক' আঁখিজল কভু হেথা আমাদের
পুলকের উচ্ছ্বাস ভিন্ন !

মেঘ। [বক্র কটাক্ষে]

অশ্রুবারি আজ্ঞাকারী
নারী এবং দুষ্টজনে।
ইচ্ছা হলেই ঝরাও বারি
জান এটা পষ্ট মনে।

সকলে। প্রিয়জন সঙ্গমে প্রণয়ের তাপ বিনা
নাহি আর সন্তাপচিহ্ন !

মেঘ। তাপ নেই, সে বল কি গো ?
দ্বন্দ্ব হলে ভর্ত্তা সনে
দুএক বারও মার্জনিকা
মারনা কি সঙ্গোপনে ?

সকলে। বিয়োগের ঠাঁই নাই ক্ষণিকের ছেদ শুধু
প্রণয়ের কলহের জন্য।

মেঘ। দুর্জয় নারী সব বুঝিয়াছি এই বার
ধাওয়া কর স্বামীদের ক্লাবেতে—

সকলে। যৌবন ছাড়া আর মায়াপুরী অলকার
বয়সের নাম নাই অন্য !

মেঘ। বানরের গ্ল্যাণ্ড, দিয়ে কাঁচায়েছ যৌবন
এই কথা বল বুঝি ভাবেতে ?

প্রথমা [রুষ্টস্বরে] তখন হতেই ঠাট্টা কেবল
শ্লেষের সুরে বলছ কথা
যাহাই খুসী হইনা মোরা, তোমার
কিসের মাথাব্যথা ?

দ্বিতীয়া। আমাদের চেহারার করিতেছ ঠাট্টা,
তোমার চেহারা কিবা মিষ্টি
বর্ণটি অঙ্গের ঘোরতর কৃষ্ণ,
চুয়াড়ে শরীর ভরা বৃষ্টি !

প্রথমা। কামাওনি তিনদিন পাছে লাগে মূল্য—

দ্বিতীয়া। [মেঘের দাড়িতে হাত বুলাইয়া —]
ধারালো হয়েছে দাড়ি ট্যাড়শের তুল্য !

সকলে। আমাদের অপমান করিয়াছে এই জন
ইগোটিষ্ট, বিটকেল, ভণ্ড !
সমুচিত প্রতিফল বিচারেতে যাহা হয়—
এস দিই মোরা এর দণ্ড।

প্রথমা। আমাদের চক্ষের অদ্ভুত লক্ষ্য
যুবকের ধড়ফড় করে উঠে বক্ষ।

কামাও নি তিনদিন পাছে লাগে মূল্য-
ধারালো হয়েছে দাড়ি ট্যাড়শের তুল্য।

ছাড়িলেই শরাসন পূজাসন টলমল
ঘুরে যায় মাথা আর ঘাম ঝরে অবিরল !

সকলে। [মেঘকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া]
দাঁড়াও এসে মধ্যে সরে
বিঁধব তোমায় চোখের শরে ।

মেঘ। বিঁধিওনা আঁখিশরে, নিভে যাবে সৃষ্টি
আমি মরে গেলে হবে ঘোর অনাবৃষ্টি ।

সুন্দরীগণ। মান তবে পরাজয় করি যোড় হস্তে—
আমরা সদয় সদা পরাজিত ত্রস্তে ।

মেঘ। [যোড় হস্তে]
মানিলাম পরাজয় হইলাম ধন্য
মার্জনা মাগি নত মস্তে ।
সুন্দরী তরুণীরে পূজিবার জন্য
পৌরুষ জাগে যোড়হস্তে ।

[নতজানু হইয়া]

করিনেক অভিমান নহে মম অপমান
গৌরব লভিলাম অদ্য—
বিশ্বের যুবজন- -স্তবগীতিঝঙ্কৃত—
তরুণীর শ্রীচরণ-পদ্ম !

করিয়াছি বিদ্রূপ পরিহাস জেন তায়—
তোমাদের গৌরব নিত্য।
হাস্যের লঘু রসে করি পূজা তোমাদের
শ্রদ্ধায় ভরা মোর চিত্ত।

—পঞ্চ ক্ষেপণ—

তৃতীয় অঙ্ক

[অলকায় যক্ষের প্রাসাদ। গৃহের মণিময় কুট্টিমে শুভ্র শয্যা—তাহারই এক পাশে বিরহিনী যক্ষকান্তা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় রহিয়াছেন। নিকটে বীণা অনাদৃতভাবে পড়িয়া আছে। একধারে সেলাই-এর বাক্স, কাঁচি, সূচ, সুতা, লালনীল নানা রকম কাপড়ের খণ্ড। ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে]

যক্ষকান্তা। [সেলাই ফেলিয়া রাখিয়া]

প্রিয় যে বহুদূর
চিত্ত ভঙ্গুর
নয়নে অশ্রুর
বন্যা বয়
কেবল একেলাই—
সে যে গো কাছে নাই—
কান্ত বিচ্ছেদ
আর না সয়।
রুক্ষ কুন্তল
নয়ন ছলছল
অশ্রু সম্বল
লুপ্ত আশ!

স্বামীর মমতায়—
পূজি গো দেবতায়—
স্বপনে যেতে চাই
তাহার পাশ

[গান]

নয়ন আমার নিদ্ না জানে
ছুটিছে হিয়া তাহারি পানে
মোহন প্রিয়ের ভুজের ডোরে
নিমেষে নিশা কাটিত ওরে—
আজি সে রাতি ক্ষয় না মানে
নয়ন আমার নিদ্ না জানে ॥

২

জালিকা দিয়ে জ্যোৎস্না রাশি
শয্যা ছুঁয়ে বিলায় হাসি
তাহারি ভাষা—সে ভালবাসা
জাগায় মনে পুরাণো আশা।
অশ্রু আজি মানা না মানে
নয়ন মম নিদ্ না জানে ॥

৩

স্বপনে তারে পাব ব'লে
শরণ চাহি ঘুমের কোলে।
নয়ন ঢাকে নয়ন জলে
নিদ্রা এসে যায় যে চলে!
অশ্রুআগল স্বপ্নে হানে
নয়ন মম নিদ্ না জানে॥

[বিরক্ত ভাবে গান থামাইয়া বীণা সরাইয়া রাখিলেন]

যক্ষকান্তা। নয়ন সলিলেতে তন্ত্রী ভাসে
কণ্ঠে আজি মোর স্বর না আসে।
নিত্য রাখি ফুল দেহলীপরে
মিলন দিন দেখি গণনা করে।

[দেহলী হইতে পুষ্প লইয়া আসিয়া গণনা করিতে করিতে তন্দ্রামগ্ন হইলেন। এমন সময় গৃহের অলিন্দে মেঘ আসিয়া দাঁড়াইলেন]

মেঘ। [বাহির হইতে]

এই যে দেখি সম্মুখে ঐ সপ্ত রঙের তোরণ দূরে
দাঁড়িয়ে হেথা মন্দার গাছ পুষ্পরঙীন অন্তঃপুরে।

এই যে আছে পদ্মদীঘি হংসসারস কূজন ভরা
ক্রীড়ার গিরি ঐ অদূরে অশোকবকুল-আকুল করা।
এই রয়েছে দাঁড়টি সোনার হেথায় বুঝি যক্ষপ্রিয়া
ধিনিক্ ধিনিক্ নাচায় ময়ূর করতালির তালটি দিয়া ?
এই যে হেরি শঙ্খ এবং পদ্মছবি দ্বারের কাছে
যক্ষজায়ার ভবন এটা, সন্দেহ আর কোথায় আছে ?

[গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। যক্ষজায়াকে নিদ্রিত দেখিয়া কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন]

মেঘ। বিরহ ও ডায়েটিংএ শরীর কী সূক্ষ্ম !
হরিণের মত চোখ চুলগুলি রুক্ষ।
দিনরাত হিজিবিজি সেলাইএতে ব্যস্ত
হাঁস আঁকা, গাছ আঁকা নদী আঁকা মস্ত !
লাল নীল কাপড়ের ছোট বড় খণ্ড,—
ছুঁচ সুতো নিয়ে দেখি কাটে সারা দণ্ড।
ঠোঁট দুটি পাণ্ডুর লিপ্ স্টিক্ দৈন্যে—
যক্ষের বধূ এই, নহে কেহ অন্যে।

[যক্ষজায়া জাগিয়া উঠিয়া মেঘকে দেখিয়া বিরক্তিভরে কহিলেন—]

যক্ষজায়া।
বলা নাই, কহা নাই, ফস্ করে একদম
কার্ড নাহি দিয়ে তুমি এলে হেথা কী রকম !

নাহি জ্ঞান এটিকেট্, চলে এলে সরাসর—
কে তুমি, কী তব নাম, কোন জাতি,কোথা ঘর?

মেঘ। [যুক্তকরে]
ভর্ত্তার মিত্রই আমি যে তব দেবি,
অম্বুবাহ নাম, বার্ত্তা বই—

যক্ষকান্তা।
কহিব কি আর তবে, কিনেছ মাথা মম,
গলেতে বাস দিয়ে প্রণাম হই!

[ব্যঙ্গভরে গলবস্ত্র প্রণাম করিলেন]

মেঘ। [যুক্তকরে]
আনিয়াছি তব কাছে প্রিয়ের প্রেমলিপি,
শুনগো কান্তের কুশল কই।

যক্ষকান্তা।
পাড়াগেঁয়ে রসিকতা করিতে আসিয়াছ?
দেখিয়ে ফাজ্লামি অবাক হই!

মেঘ। [স্বগত]
নাহি মনে সুখ, তায়
থরথরে অতিশয়!
রসনা যেমন ছোটে
ছোটে যদি হস্ত

কহিব কি আর তবে, কিনেছ নাথ। মম,
গলেতে বাস দিয়ে প্রণাম হই।

কীলায়ে পাকাবে পিঠ
মারিয়ে করিবে টীট্‌!
দৌত্য করিয়ে মোর
লাভ হবে মস্ত!
তার চেয়ে এই বেলা
রাখি দৌত্যের পালা
মানে মানে সরে পড়ি
যার আছে ভাগ্যে!
যক্ষ করিবে রোষ
তাহে মোর কি বা দোষ!
বলিবার ছিল যাহা
থাক্‌ গে তা থাক্‌ গে!

[পলায়নের জন্য ব্যস্ত হইলেন]

যক্ষকান্তা। [স্বগত]
মন মম উৎসুক শুনিতে কথা তাঁর,—
দূতটি ত ভয়ে বাক্‌শূন্য!
কাঁপিতেছে ঠক্‌ ঠক্‌ চাহিছে মিট্‌ মিট
পলাইয়ে যায় বুঝি তূর্ণ!
(প্রকাশ্যে) কহেছি কটুভাষা, করুণা মাগি
আমারে ক্ষম মেঘ, আমি অভাগী।

নারীর দুখ তুমি কেমন জান
হৃদয়ে নাহি সুখ, আকুল প্রাণ।
কান্ত বহুদূর তাইত মনে
স্বস্তি নাহি মোর একটি ক্ষণে!

[তথাপি মেঘের মুখে কথা নাই। তখন যক্ষকান্তা কহিলেন]

মুখে আর কথা নাই!
ভুলে গেছ সবি ছাই!
বল শুনি কি খবর
পাঠায়েছে যক্ষ?

মেঘ। অভয় দিয়েছ যবে
সঙ্ক্ষেপে বলি তবে—
নিদারুণ শোকে তার
ভরিয়াছে বক্ষ।

যক্ষকান্তা। আহা, কি রকম?

মেঘ। কাঁদিতেছে নেচে নেচে,
ঠাকুর পলায়ে গেছে
রেঁধে রেঁধে হাতে তার
পড়িয়াছে ফোস্কা!

যক্ষকান্তা। কেমন দেশ গো!

মেঘ। সে যে গো মেড়োর দেশ
কষ্টের নাহি শেষ
বিড়ালের দুধ এনে
বলে এটা ভোঁস্ কা !

যক্ষকান্তা। কী কষ্ট !

মেঘ। দেখে তার গোঁফ্ দাড়ি
ভুষামাখা কালো হাঁড়ি
স্বদেশী ডাকাত বলে
পিছু নেছে পুলিসে !

যক্ষকান্তা। পুলিস !

মেঘ। নাহি রাতি দিনমান
আকাশের পানে চান—
মুখে ছোটে ফড়্ ফড়্
কতমত বুলি সে !

যক্ষকান্তা। কি বলেন ?

মেঘ। দেখিয়ে শ্যামার লতা
স্মরে তব তনুলতা !

যক্ষকান্তা। আহা !

মেঘ। এমন পাগল আর
কোথা কেবা দেখেছে।

শীতের বাতাস হলে
ধেয়ে চলে 'প্রিয়া' বলে,
নিমোনিয়া ধরে পাছে
চাঁপদাড়ি রেখেছে

যক্ষকান্তা। সত্যি ?

মেঘ। এক পাহাড়ের গায়ে
রোদে দাঁড়াইয়ে ঠায়ে—
খড়ি দিয়ে হিজিবিজি
আঁকে ছবি মস্ত।

যক্ষকান্তা। কার ছবি ?

মেঘ। সরু সরু ঠ্যাং তার
খোঁপাখানি ধামাকার
হাতের আঙুল গুলি
সাড়ে তিন হস্ত!

যক্ষকান্তা। সে কার ছবি ?

মেঘ। আমি বলি, যথা ভাই
আঁকিয়াছ ওকি ছাই,
বুঝিতে ত পারি নাই
মানুষ কি জন্তু;

চোখ দুটি দুই টানে
আনিয়াছ কান পানে
মানুষের মত লাগে,
কিবা এটা বন্ধু ?

যক্ষকান্তা। কি বললেন ?

মেঘ। যক্ষ কহিল রোষে
"চড়াব এখনি কোষে
আর্ট কারে বলে তাহা
জান নবঢঙ্কা
"এছবি প্রিয়ার মোর
ব্যথিত বিরহে ঘোর !
দেখিতে না পাও, চোখে
গুঁজে দিব লঙ্কা :!
"আর্ট এ অজন্তার
দেখিছ না ঢঙ্ তার !
নবনী বাবুর কাছে
শিখিয়াছি যত্নে
"রেখায় রেখায় ওর
ভরপুর ভাবে ভোর

বুঝাইব কিবা ছাই
তোমা' হেন রত্নে।"

যক্ষকান্তা। ভাল আছেন ত ?

মেঘ। কুশলে আছে প্রিয় মিলন কামী
তোমারি কথা ভাবে দিবস যামী।
ব্যাকুল হ'য়ো নাগো, হৃদয় বাঁধো
কেন গো নিশিদিন শুধুই কাঁদো ?
যেদিন আসিবে সে ভবনে ফিরে
ভাসিবে তুমি বালা সুখের নীরে।
সুখের সেই দিন ভাবিয়া মনে
আশায় বেঁচে রহ এ গৃহ কোণে।

যক্ষকান্তা। মুখেতে বলা সোজা, কাজেতে নহে।
মনেরে বুঝায়েছি, আর না সহে।
এ গৃহে চারিদিকে তাহারি স্মৃতি
হৃদয় ভরি উঠে তাহারি গীতি।
বারেক নাহি দেখা পাইলে যারে
আকুল হইতাম, আজিকে হা রে !
কেমনে আছি বেঁচে বেদনা সহি
কেমনে গুরুভার এ দুখ বহি !

আরামে রহিয়াছি হর্ম্য মাঝে
তাহার তরুতলও জুটে গো না যে !—
এ কথা মনে হলে দারুণ দাহ
চিত্তে পাড়া দেয়, অম্বুবাহ !

[অধীর হইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন]

মেঘ। হায়, কী নিষ্ঠুর ঘৃণ্য শাপ
এইএ তন্বীর কী-ই বা পাপ !
ভ্রান্ত যক্ষেশ মিথ্যা রোষে
দহিছ দুইজনে একের দোষে।
করুণা কর আজ, শান্তি দাও—
অবলা পানে এই বারেক চাও !

[নেপথ্যে বাণী]

তুষ্ট ধনপতি, শান্ত রোষ
হয়েছে মার্জনা যক্ষ দোষ।
আজিকে বিরহের অন্ত তার
জাগুক হাসি গান পুনর্বার।

[সানাই বাজিয়া উঠিল। যক্ষ দ্রুতপদে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে অমল বস্ত্র, রত্নমণ্ডিত উজ্জ্বল কান্তি, গুম্ফ শ্মশ্রু বিবর্জিত]

যক্ষ এসেছি প্রিয়া ওগো, এসেছি ফিরে—
নয়ন যায় ভেসে পুলক নীরে !

[যক্ষকান্তা অপলক নেত্রে যক্ষকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, যেন বিশ্বাস হয় না,—তারপর ।। আসিয়া যক্ষকে প্রণাম করিলেন]

প্রণাম কর কি গো বক্ষে ধর—
বেদনা নিদারুণ শীতল কর !

[আলিঙ্গন করিলেন]

যে কথা এতদিন গুমরি প্রাণে প্রাণে
ফুটিতে চেয়েছিল কত না গানে গানে—
সে আজি মূক হোক্ পুলক ভরা সুখে
মৌন প্রেমগীতি বাজুক বুকে বুকে ।

[আলিঙ্গন ও চুম্বন]

মেঘ তৃপ্ত হল আঁখি তৃপ্ত হল
মিলন দেখে আজ চোখ জুড়ালো !
যে সুখ উছলিছে দোঁহার মনে
আমিও ভাগী তার এ শুভক্ষণে ।
বন্ধু বলে মোর বাড়ালে মান
করিয়া গেনু দোঁহে হৃদয় দান ।

করিনু শুভাশীষ চিরটি দিন
এমনি রহ দুঁহুঁ প্রেমেতে লীন।
মধুর বায়ু আজি, মধুর আলো—
মিলনে তোমাদের চোখ জুড়ালো।

যক্ষ। [যুক্তকরে]

আজিকে দুজনার
বিরহ বেদনার
অন্ত হল মেঘ
তোমার বরে—
এ ঋণ সখা তব
শুধিতে না পারিব,
উঠুক তব যশ
ভুবন ভরে।

[যক্ষ ও যক্ষকান্তা প্রস্থানোদ্যত মেঘের দুই হাত দুই জনে ধরিয়া কহিলেন—]

যক্ষ ও যক্ষকান্তা।

দুঁহু হৃদি-বন্দন ওগো আঁখিরঞ্জন লহ এই শুভাশীষ মিত্র—
জীবনের পন্থায় বিদ্যুৎ কান্তায় হয় যেন সঙ্গম নিত্য।

কর্তার কানমলা

কর্ত্তার কানমলা

স্থান—বাংলার যে কোন স্থান

কাল—বর্ত্তমান

পাত্র ও পাত্রী—হাঁড়ীবদন, গিন্নী, নন্দ, লতা, প্রতিবেশিগণ, টাউটগণ ইত্যাদি—

প্রথম অঙ্ক

[খুসিরামের বাটীর সম্মুখে ফুলবাগানের ধারে রাস্তা]

প্রতিবেশিগণ

প্রথম প্রতিবেশী—

ধান গাছে পোকা লাগে,
প্রাণে মোর ডর জাগে ;
রুশিয়ায় হবে নাকি
ডিম খাওয়া বন্ধ !

দ্বিতীয় প্রতিবেশী—

রেঙ্গুনে ফুঙ্গীগণ
করে সবে অনশন ;
তেল তিসি মসিনার
দর বড় মন্দ।

তৃতীয় প্রতিবেশী—

ও পাড়ার রাম শুঁড়ী
ঘড়ি তার গেছে চুরি,—
সবে বলে এটা কোন
মাতালেরই কাণ্ড।

চতুর্থ প্রতিবেশী—

দেখ ভায়া, আজকাল
পথ চলা জঞ্জাল,

"চাঁদা দিন" ব'লে ধরে
খাতাটি প্রকাণ্ড।

[হাঁড়িবদনের প্রবেশ]

হাঁড়ীবদন—

বাজে কথা বলাটাই—
পৃথিবীর কি বালাই!
করিয়াছি আমি তাই
বাজে কথা বন্ধ।

[ওষ্ঠে অঙ্গুলি অর্পণ]

অন্যান্য সকলে—

নাই তায় সন্ধ।

হাঁড়ীবদন—

ছেলে মোর, শোনো আর,
একেবারে জানোয়ার!
খুসিরাম তনয়ার
প্রেমে পড়ে নন্দ!

অন্যান্য সকলে—

একথা শুনিলে হয় বাজে কথা বন্ধ
ছেলে তব, শোনো আর,
একেবারে জানোয়ার!
খুসিরাম তনয়ার
লভে পড়ে নন্দ!

কর্ত্তার কানমলা

হাঁড়ীবদন—

শিখায়েছি ঘ্যাঁচাঘ্যাঁচ্
হিসাবের মার প্যাঁচ,—
বুঝে নাক, এই ম্যাচ্,
নহে তার যোগ্য—
বিবাহের বাজারের
দাম আমি জানি ঢের ;
খুসিরাম পকেটের
বড় বড় যোগ্ গো !

অন্যান্য সকলে—

তবু বলি তোমাকেও
বিবাহের ব্যাপারেও
অর্থের চাইতেও
প্রেম হয় ভোগ্য ।

হাঁড়ীবদন—

প্রেম হয় ভোগ্য !
প্রেম কি তা বুঝিবার নহি আমি যোগ্য !
চাউলের কলে আর মহাজনী ফলে হে,
জমায়েছি কিছু টাকা নানা কৌশলে হে!
হিসাবের খাতা হাতে ভ্রমি দিবারাত্র,
ভাবিওনা তবু আমি অপ্রেমিক পাত্র !

অন্যান্য সকলে—

ছুঁয়ে তব গাত্র

বলিতেছি মাত্র,

ভাবি নাক' কভু তুমি অপ্রেমিক পাত্র।

হাঁড়ীবদন—

চাউলের মহাজন এতই কি রসহীন ?

অন্যান্য সকলে—

চাউল যোগায় রস, নহিলে যে তনু ক্ষীণ!

হাঁড়ীবদন—

চাউলেতে ভাত হয়—

অন্যান্য সকলে—

ভাতে বাড়ে বুদ্ধি।

হাঁড়ীবদন—

বুদ্ধি বাড়িলে হয়—

অন্যান্য সকলে—

অন্তর শুদ্ধি।

হাঁড়ীবদন—

হিসাবের খাতাটির

পিছনের পাতাটির

একটুও ফাঁক নাই

সব গেছে ভরিয়া—

কাজ হ'তে ফাঁক পেলে

গান বাঁধি অবহেলে

কর্ত্তার কানমলা

(গানের সুরে) নন্দের জননীর
রূপরাশি স্মরিয়া !

অন্যান্য সকলে—
এত বড় মরিয়া !
তোমার ভিতরে আছে
এত বড় দরিয়া !

হাঁড়ীবদন—
নন্দের জননীর
বপু অতি পুষ্ট

অন্যান্য সকলে—
চাউলের গুণ তব !
হয়োনাক রুষ্ট।

হাঁড়ীবদন—
নন্দের জননীর
পদ যেন রম্ভা !

অন্যান্য সকলে—
বেরীবেরী-আশ্রয়ী
কোন্ দিন হন্ বা !

হাঁড়ীবদন—
প'ড়ে দেখ খাতাখানা
আছে এতে বর্ণনা—

বরবপু বন্দনা
করিয়াছি লম্বা।

অন্যান্য সকলে—
[খাতা দেখিতে দেখিতে]
দেখি দেখি খাতাখানা !
আছে বটে বর্ণনা—
বরবপু বন্দনা
করিয়াছ লম্বা।
হায় হায় ! চালময়
বেরীবেরী আশ্রয়,—
তাই যেন মনে হয়
পদ তাঁর রম্ভা !

একজন প্রতিবেশী—
[গান]
এমন অবাক মোরে কেমনে করিলে গো—
কহিতে রসনা না জুয়ায়
হিসাবের খাতাটির একধারে লিখা গো—
কত ধানে কত চাল হয় !

অন্যান্য সকলে—
আহা, কত ধানে কত চাল হয় !

ঐ প্রতিবেশী—

এ পাশেতে খুলি দেখি, বিশ্বাস না হয় গো—
একি কথা অপরূপ বাবু!
এযে মহাজন-মেঘদূত, মুদিজন-মিল্টন
কালিদাস হয়ে গেল কাবু!

অন্যান্য সকলে—

এযে মহাজন-মিল্টন, মুদি-কবি-কালিদাস
রবিবাবু হয়ে গেল কাবু!

ঐ প্রতিবেশী—

চাউলের ভরা ঘরে বসিয়ে যাহার গো—
হৃদয়ে কেবলই পায় ক্ষুধা—
দুনিয়ার সেরা কবি সেই, ওগো সেই গো—
তাহার কবিতা শুধু সুধা!

অন্যান্য সকলে—

আহা, দুনিয়ার সেরা কবি এই ওগো এই গো-
ইহার কবিতা শুধু সুধা!

ঐ প্রতিবেশী—

শুধু কবিতার সুধা নয়, শুধাই তোমারে গো-
খেয়েছ পাঁচন কিবা কহ—

অগ্নিমান্দ্য যাহে আমল না পায় গো—
নিয়ত ক্ষুধিত হ'য়ে রহ।

অন্যান্য সকলে—

[হাঁড়ীবদনের পকেট ইত্যাদি খুঁজিতে খুঁজিতে]

কোন্ সেই পিল্ আহা, কাহার দোকানে গো—
কিনেছ খুলিয়া সবে কহ—
অগ্নিমান্দ্য যাহে আমল না পায় গো—
নিয়ত ক্ষুধিত হ'য়ে রহ।

ঐ প্রতিবেশী—

মুছে যাবে ধরা হতে রতি উর্ব্বশী নাম
শকুন্তলাও হবে যা' তা' !
আজি হ'তে নায়িকার শিরোমণি অবিরাম
চল্লিশী নন্দেরই মাতা !

অন্যান্য সকলে—

[দ্রুত তালে]

মুছে যাবে ধরা হতে রতি উর্ব্বশী নাম
শকুন্তলাও হবে যা' তা' !
আজি হ'তে নায়িকার শিরোমণি অবিরাম
চল্লিশী—চল্লিশী—চল্লিশী নন্দেরই মাতা !

কর্ত্তার কানমলা

[হাঁড়িবদনকে একজন স্কন্ধে তুলিয়া লইল ও অন্যান্য সকলে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল]

[হাঁড়ীবদন ভিন্ন অন্য সকলের প্রস্থান]

হাঁড়ীবদন—

নন্দ করিল দিক্ !
হিসাবের নাহি ঠিক্ ;
ফস্ ক'রে একেবারে
প্রেমে দিল ঝম্প !

বিয়ে নাই, প্রেম হ'ল !
গাছ নাই, কাঁধি এল !
শুনে মোর থর থর
ওঠে হৃৎকম্প !

খুসিরাম, জানি আমি
ভাঁড়ে রাখে মা ভবানী !
কত আর দেবে থোবে ?—
দেবে নবডঙ্কা !

মেয়ে তার—দুর্ব্বার !
ফাজিলের সর্দ্দার !

মুখে মাখে পাউডার,
দেখে লাগে শঙ্কা !

[ক্রন্দনের স্বরে]

বিয়ে হ'লে খরচের
অন্তের নাহি জের !
পাউডার পমেডের
দাম দিতে খাম্‌ব ।

এর চেয়ে বার ষোলো
ডুবে মরা ঢের ভালো !
বিয়ে আমি নন্দের
ভাঙবই ভাঙ্‌ব !

[অদূরে নন্দকে আসিতে দেখিয়া]

নন্দটা এ দিকেই
আসছে যে, আড়ালেই
থাকি আমি লুকিয়েই
দেখি ছোঁড়া করে কি !

[হাঁড়ীবদন অন্তরালে যাইলেন। নন্দ তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না, কিন্তু দর্শকগণ পাইবেন]

[অন্তরাল হইতে]

খুসিরাম তনয়ার
খোঁজে আসে এর আর
ভুল নাই, এইবার
দেখি ছোঁড়া মরে কি !

[নন্দের প্রবেশ। নন্দ হাঁড়ীবদনকে দেখিতে পাইলেন না]

নন্দ—

শুনিয়াছি প্রেমে যারা প'ড়ে যায় বিল্‌কুল
হজমের গোলমাল হয়, তার নাহি ভুল।

হাঁড়ীবদন— [অন্তরাল হইতে]

অতগুলা চীনা বাদামের করি শ্রাদ্ধ
হবে না'ক বদ্‌হজম ? হ'তে ও যে বাধ্য !

নন্দ-

প্রেমে প'ড়ে বিবেচনা শক্তি কি যায় গো !

[পকেট হাতড়াইয়া]

লিখে, পরে চিঠিখানা ফেলে এনু হায় গো !

[চিঠি খুঁজিতে লাগিলেন]

হাঁড়ীবদন—[অন্তরাল হইতে]

পড়িয়াছি হোমোপাথী, ভুলি নাই একদম্—
এ তো হয় ঠিক নাক্সভমিকার সিম্‌টম্।

নন্দ—

পিচ্ছল প্রেমপথ, পিচ্ছল হরদম
ঠিক যেন—

হাঁড়ীবদন—[অন্তরাল হইতে]

—বর্ষায় পল্লীর কর্দ্দম !

নন্দ—

প্রেমে এত সুধা আছে, প্রাণভরা তৃপ্তি !
পরিণয়ে বাধা দেয় কার এত শক্তি !
বাবা মোর বাধা দেয়, বাজে বুকে লাথ্‌ শেল,
শুনিবনা কথা তার !

হাঁড়ীবদন—[অন্তরালে]

ওরে বেটা রাস্‌কেল !

নন্দ—

[খুসিরামের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া]

কোথা তুমি, কোথা লতা, দাও মোরে দর্শন—

[লতার প্রবেশ]

আসিয়াছ ? হল যেন সুধাসার বর্ষণ।
জানি মোরে ভুল নাই, তুমি দেবী ধন্যা—
নারী নহ, তুমি যে গো ত্রিদিবের কন্যা !

[লতার হাত ধরিলেন]

লতা—

ছাড় হাত, হেথা কেউ পাবে না ত লখিতে ?
কি যে হবে, কেহ যদি আসি পড়ে চকিতে !

[অন্তরালে হাঁড়ীবদনের মূর্চ্ছার উপক্রম]

নন্দ—

কেহ নাই, কেহ নাই, শুধু তুমি আমি আর !
এস লতা, দাও মুখে চুম্বন সুরাসার।
তুমি মোর, তুমি মোর, ছাড়িবনা তোমারে—
কনে তুমি, আমি বর—এস হৃদিমাঝারে।

হাঁড়ীবদন—[অন্তরালে]

নন্দের জননীরে এই কথা অবিকল
বলিয়াছি কতদিন, মনে পড়ে সে সকল !
কিন্তু সে আমাদের বিবাহের আগে নয়
এ যে দেখি বিপরীত ! সৃষ্টি কি হল লয় ?

"কিন্তু সে আমাদের বিবাহের আগে নয়
এ যে দেখি বিপরীত! সৃষ্টি কি হল লয়?"

নন্দ—

[গীত]

ওগো সুন্দরী, মম প্রিয়ে—
বেঁধেছ আমারে তুমি কি বাঁধন দিয়ে !
দিবারাতি সখি, তব ধ্যানে আছি মগ্ন,
তোমারে হারালে মোর হৃদি হবে ভগ্ন !
এ ধরায় আছে যত সুন্দরী কন্যা,
সবাকার রাণী তুমি, গৌরবে ধন্যা !
সুন্দরী মম প্রিয়ে—
বেঁধেছ আমারে তুমি কি বাঁধন দিয়ে !
কতবার ভাবি কেন হেরিলাম তোমারে !
আগুন জ্বালালে চিতে পুড়ালে গো আমারে।
তবু ওগো তবু দেবী, মনে মনে মানি গো—
তোমারে পেয়েছি তাই ধন্য যে আমি গো—
সুন্দরী মম প্রিয়ে—
বেঁধেছ আমারে তুমি কি বাঁধন দিয়ে।

[অন্তরালে হাঁড়ীবদন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা]

লতা—

এত ভালবাসা সখা, এ যে মোর সহে না !
যোগ্যা ত নহি আমি, সুখ মোর রহে না।

নন্দ—

দেবী,

আমি তব সেবকের সম নই, জানি তা'ও

তবু মোর মন ধায় তোমা পানে, মানি তা'ও।

বল মোর হবে তুমি, বিবাহের বাঁধনে

এই হিয়া বেঁধে লও, সফলিয়া সাধনে।

লতা—

তোমারেই পূজা মোর নিবেদিব, অতিথি!

নন্দ—

মধুময়, মধুময়, ভগবান, প্রণতি!

[হাঁড়ীবদন লম্ফ ঝম্প করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন]

হাঁড়ীবদন—

[নন্দের প্রতি]

হতভাগা নচ্ছার

পাজী, ছুঁচো ভূত, আর—

যত সব গাল, তার

তুই ঠিক যোগ্য!

[লতার প্রতি]

তুমি বাছা বেয়াড়াও,

এত কথা কোথা পাও?

ছোঁড়াটার মাথাটাও
হ'ল তব ভোগ্য !

[নন্দের প্রতি]

চ'লে আয় নন্দা—
হতভাগা বান্দা—।
কান-ম'লে রোগ তোর
করিব আরোগ্য !

[লতার প্রতি

তুমি বাছা ধিঙ্গী
যেন খেড়ে সিঙ্গী !
পিতা তব হিং ঘী
খান কত নিত্য ?
নন্দের বরপণ
দিয়ে তিনি কথা কন্ !
জানা আছে অগণন
কত তাঁর বিত্ত !

নন্দ—

আমারে যা বক ঝক, করিব তা সহ্য—
লতারে যা কহ তাহা,—শুধু অগ্রাহ্য।

[হাঁড়ীবদনের বিকট মুখভঙ্গী]

লতা—

ছেলে দেওয়া টাকা নেওয়া সে ত ছেলে বিক্রী,-
বিবাহ কি মাম্‌লা, ও বরপণ ডিক্রি ?

হাঁড়ীবদন—

[অর্দ্ধস্বগত]

মেয়ে বড় দুর্বার
ফাজিলের সর্দ্দার !
মুখে মাখে পাউডার
দেখে লাগে শঙ্কা !

খুসিরাম, জানি আমি
ভাঁড়ে রাখে মা ভবানী !
কত আর দেবে থোবে
দেবে নব ডঙ্কা।

লতা—

বাবা আমার গরীব ব'লে
হন কি অবহেয় ?

নন্দ—

কভু নন।

লতা—

কন্যাদানে অর্থটা কি
একমাত্র দেয় ?

নন্দ—

বিলক্ষণ !

হাঁড়ীবদন—

নিশ্চয় !

লতা—

[নন্দের প্রতি]

পুরুষ তুমি, মানুষ তুমি, তুমিই আমার আশা !
বল্‌ছ তুমি, আমার তরেই তোমার ভালবাসা।

নন্দ—

সত্য লতা, সত্য গো—

লতা—

সত্য ভালবাস যদি, ওগো আমার প্রিয়,—
পরাণ তোমার উজাড় ক'রে আমার তরেই দিও।

নন্দ—

তাই দেব গো, তাই দেব গো, রাণী আমার প্রিয়া,
হৃদয় আমার উজাড় ক'রে পূজব সকল দিয়া।

[হাঁড়ীবদন হতবুদ্ধিভাবে দণ্ডায়মান]

লতা—

আকাশ বায়ু সাক্ষ্য ক'রে কর আমায় বিয়ে—
পরের কথায় কান দিও না, চল আমায় নিয়ে।

[হাঁড়ীবদন বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিলেন]

নন্দ—

আকাশ বায়ু সাক্ষ্য ক'রে করব তোমায় বিয়ে—
হাঁড়ীবদন বাবা আমার, যাও বারতা নিয়ে।

হাঁড়ীবদন— [ক্রোধে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া]

আস্‌বি না ?

নন্দ—

আস্‌ব না।

হাঁড়ীবদন—

শুন্‌বি না ?

নন্দ—

শুন্‌ব না।

হাঁড়ীবদন—

যাচ্ছি তবে এই বারতা দিয়ে—

নন্দ—

ত্যজ্য পুত্র করবে, এই ত ?—তবু করব বিয়ে।

কর্ত্তার কানমলা

হাঁড়ীবদন—

হতচ্ছাড়া পাজী !

নন্দ—

তুমি অতি ঝাঁজী।

হাঁড়ীবদন—

দেখব তুমি কেমন ক'রে পালন কর বধূ !

নন্দ—

কোথায় তোমার ভরা আছে সর্ষে ফুলের মধু।

হাঁড়ীবদন—

[ক্রন্দনগদগদকণ্ঠে নন্দকে আলিঙ্গনোদ্যত ভাবে]

পিতৃভক্তি নেই কি রে তোর মোটে—
নইলে কি হয় এমন রক্তারক্তি !

নন্দ—

পিতৃভক্তি যথেষ্ট মোর বটে—,
নেইক পিতার সিন্ধুকেতে ভক্তি।

লতা—

একটি কথা বলব ঠাকুর, যেও নাক চ'টে—
এখন এটা একাল, জেনো নেইক সেকাল মোটে।
ব্রজেশ্বর আর প্রফুল্লদের সেকাল গেছে ঘুচে—
এখন তোমার রাগ অভিমান ট্যাকের খুঁটে গুঁজে

চাউল কলে যাওগো ঠাকুর চ'লে—
শেষে আবার ফুঁসবে ক্ষোভে
হিসেব তোমার বাদ পড়িল ব'লে!

হাঁড়ীবদন—

বাপের কথায় ওঠে বসে, বাপের কথায় চলে,—
এ সব ছেলেই বংশে আলো, সকলেই ত বলে!

লতা—

পিতার সুবোধ পুত্র হওয়ার সব আকাঙ্ক্ষা ফেলে
সবল মানুষ হ'তেই চাহে একালের সব ছেলে।
এই কথাটি যদি তোমার হিসেবের ঐ পাতে
রাখ লিখে, বাঁচবে অনেক দুঃখ-অভিঘাতে।
এখন চাউল কলে
যাওগো ঠাকুর চ'লে;
শেষে আবার ফুঁসবে ক্ষোভে
হিসেব তোমার বাদ পড়িল ব'লে!

হাঁড়ীবদন—

মেয়ে বড় দুর্ব্বার—,
ফাজিলের সর্দ্দার—!
মুখে মাখে পাউডার
দেখে লাগে শঙ্কা—

মুখে মাখে পাউডার
দেখে লাগে শঙ্কা !

বিয়ে হলে খরচের
অন্তের নাহি জের।
বাপ তার বরপণ
দেবে নব ডঙ্কা।

[গজ গজ করিতে করিতে হাঁড়ীবদনের প্রস্থান]

[গান]

নন্দ—
এই গানটি আছে আমার তোমার তরেই প্রিয়া !

লতা—
গাও গো বঁধু, শুনবো আমি সকল পরাণ দিয়া।

নন্দ—
জ্যোচ্ছনাতে আকাশ সাথে
ধরার পরাণ যখন মাতে,
সেই মাতনের সুরটি দোলায়—
এই গানেরই হিয়া।

লতা—
গাও গো বঁধু, শুনবো আমি সকল পরাণ দিয়া !

নন্দ—
মোর হৃদয়ের বন্দী তুমি নন্দিনী মোর প্রিয়া ॥

লতা—

এই গানটি আছে আমার তোমার তরেই প্রিয় !

নন্দ—

গাও গো বঁধু, করব জীবন পরম রমণীয়।

লতা—

ফাগুন বনে আগুন লাগায়—
যে বাতাসে পুলক জাগায়—
সেই বাতাসের গন্ধে আকুল
(এই) গানের উত্তরীয়।

নন্দ—

গাও গো বঁধু, করব জীবন পরম রমণীয়।

লতা—

মোর হৃদয়ের বন্দী তুমি নন্দন মোর প্রিয়॥

নন্দ—

এই গানটি আছে আমার তোমার তরেই প্রিয়া—

লতা—

গাও গো বঁধু, শুনবো আমি সকল পরাণ দিয়া।

নন্দ—

হৃদয় নুয়ে হৃদয় সাথে
চুম্বনেতে যখন মাতে,

সেই মাতনে মাতাল করা
এই গানেরই হিয়া।

লতা—
গাও গো বঁধু, শুনবো আমি সকল পরাণ দিয়া।

নন্দ—
মোর হৃদয়ের বন্দী তুমি, নন্দিনী মোর প্রিয়া॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

হাঁড়ীবদনের গৃহের অভ্যন্তর

খাতা হস্তে হাঁড়ীবদন

হাঁড়ীবদন—

কম্বল-সম্বল বুক ভরা অম্বল,
তাহাতেও খুসীরাম করে সদা দম্ভ !
জলভরা কলসীর রূপখানি থির ধীর,
খন্-খন্ বাজে সেই যাতে নেই অম্ভ।
ছেলেগুলো জঞ্জাল, করে শুধু গোলমাল,
বাপপিতামহে নাই ভক্তি
শুধু পাড়াপড়শীর ক্ষীণ দেহা ষোড়ষীর
গায়ে প'ড়ে করে অনুরক্তি।
ঘর বাড়ী ইট কাঠ, ফসলের কত মাঠ
করিয়াছি অর্জ্জন বহু মাথা খাটায়ে,
সে সবে যেমন রাখি তাহারা তেমনি থাকে,
ছেলে হওয়া কত বড় ল্যাঠা এ !
বাজারে খাটিছে টাকা, সে সবের সুদপাকা,
দিন রাত ভোগে আসে নাহি ভুল।

ছেলে বেটা দুর্জ্জন, মাটিহ'ল মূলধন,
স্থদ হ'ল আসলের প্রতিকূল !
বড় আশা ছিল চিতে, বিবাহের বাজারেতে
নীলামে ডাকিব দর উচ্চে—
"দশহাজার এক,—যায়, যায় বড় সস্তায়"—
দশহাজার বাঁধি লব পুচ্ছে।
বাজারেতে রাম পাখী বেচা কেনা হয় দেখি,
সেই কেনে দর যার উচ্চ।
ছেলেটাও তানা ত' কি ? বিবাহের রাম পাখী—
একথা শুনিলে তবে কেন যাও মূর্চ্ছো ?

[কান হইতে কলম খুলিয়া খাতা দেখিতে বসিলেন—কিছুক্ষণ খাতা দেখার পর উঠিয়া কহিলেন]

গিন্নীরই যত দোষ—
ছেলেটার মাথা চোষ্‌
এত বড় আপ্‌শোষ্‌
যাব বুঝি মূর্চ্ছা।
এখনি ডাকিয়া তাঁকে
কপালে যাহা না থাকে
ব'লে দিব সাফ্‌ সাফ্‌
ছেলেটির কুচ্ছা।

কর্ত্তার কানমলা

[সুর নরম করিয়া]

তবে এক কথা এই
গোলমালে কাজ নেই
গিন্নী-মেজাজ হয়
অতিশয় রুক্ষ।
তাই একবার কেশে—
বার দুই মৃদু হেসে,
চালিবারে হবে শেষে
চাল অতি সূক্ষ্ম!

[গিন্নীর প্রবেশ]

গিন্নী—

ফেলে দাও খাতা তব করিও না জালাতন্
হাড় গেল, মাস গেল, প্রাণ আর কতখন্!
বামুনের জ্বর হ'ল, দাসীটার তিনদিন
মুখে আর কথা নাই, করে শুধু ঘিন্ ঘিন্।
ভাল লোক চ'লে গেল, এল দেশে বজ্জাত,
জানেনাক' কাজ কিছু শুধু গেলে ডাল ভাত।
তবু সব স'য়ে থাকি মুখ বুজে বার বার;
ন্যাকামিটা কর্ত্তার সহি বল কত আর!

হাঁড়ীবদন—
[এ সকল কথা কানে না তুলিয়া গান ধরিলেন]

[গান]

এই যে আসিছে আহা, নন্দেরই মাতা !
এমন সোনার বপু গিন্নী, তোমার গো—
[চশমা চোখে লাগাইয়া] দেখিয়া নয়ন না জুড়ায়।
রাংতায় মোড়া যেন এক খিলি পান গো—
কাশীর জরদা দেওয়া তায়।
এমন চিকণ নাসা, এমন ফাঁদাল গো—
ইঁদুরের গর্ত্তটি যেন,
নিদ্রার আবেশেতে সদাই গরজে গো—
শ্যামের বাঁশরী ধ্বনি হেন।
এমন সুঠাম ঠোঁট, এমন কাঁপন গো—
সদাই কূজন করে তাহা,—
কোকিল-কূজন তাহে আমল না পায় গো—
মেঘের ডমরু যেন আহা !
এমন নিবিড় তব চিকুর কলাপ গো—
এমন নয়ন মনোলোভা
আসল হইলে তাহা সদাই করিত গো—
(ঐ) টাকপড়া মাথাটির শোভা।

"এমন সোনার বপু গিন্নী, তোমার গো
চশমা চোখে লাগাইয়া]   দেখিয়া নয়ন না জুড়ায়

গিন্নী—

ফেলে দাও খাতা তব, করিও না জ্বালাতন ;
হাড় গেল, মাস গেল, প্রাণ আর কতখন্।

হাঁড়ীবদন—

[গান]

এমন মেজাজ্, তব, মত্ত মধুপ গো—
হার মানে তব গুঞ্জনে,
(আমি) প্রাণ দিতে পারিতাম, দিলাম না শুধু গো—
(তুমি) বিধবা হইবে ভাবি মনে।

গিন্নী—

তবু সব স'য়ে আছি মুখবুজে বার বার ;
ন্যাকামিটা কর্ত্তার সহি বল কত আর !

হাঁড়ীবদন—

দিনরাত খাটুনিতে
ঘুরে মরা এ ঘানিতে,
বোজে নাক একবার
চক্ষেরি পাতা—
আহা খেটে খেটে সারা হ'ল
নন্দেরই মাতা।

কর্ত্তার কানমলা

গিন্নী—

কেন এত খোসামোদ ?
আছে কিছু রোক্ শোধ,—
এত কাঁচা মেয়ে নয়
নন্দেরই জননী।
নহিক সহজ নারী,
আমিও বলিতে পারি,
ভেবো না বচন তব
সহিব গো অমনি।

[গানের সুরে]

ভুঁড়ি তব যোগী যেন চর্বির ধ্যানে ভোর
যেন গোল জয়ঢাক, তানপুরা বড় জোর।
চোখে তব ছানি পড়ে, প্রেমে পড়ে আরসুলা-
চামড়া ঝুলিয়া পড়ে, দুই কানে ভরা তুলা।
চোখে তব হরদম চশমার রোশনাই ;
মুখে উঠে অবিরাম আফিমের বাঘা হাই।
প্রাণ তব ছট্‌ফট্ জোঁকে যেন নুন তাই,
গোঁফ্ তব শতমুখী, গড়ে যেন গড়খাই।
তুমি যেন দেহ আর আমি তাহে বুদ্ধি—
তুমি যেন চাপরাসী, আমি তাহে উর্দ্দি।

তুমি যেন কেরাণীটি, আমি বড় সা'ব হই
তুমি সও দুখব্যথা, আমি সুখে করি সই।
তুমি মোর পেস্কার, আমি তব মুন্সেফ
আমি করি অর্ডার, তুমি তাহা পাল' স্রেফ।

হাঁড়ীবদন—[গদগদস্বরে]

আহা আহা, গিন্নীগো, বাঁধা তব আঁচলে,
আমারে জিনেছ তুমি নাহি জানি কি ছলে।
এস একবার মোর চল্লিশী প্রিয়াটি,
অনুভব করি তব প্রেমভরা হিয়াটি।

[হিসাবের খাতা ইত্যাদি হাতে লইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন]

গিন্নী—

বুড়ো এই বয়সেতে করিওনা রঙ্গ,
ঢঙ দেখে ম'রে যাই যেন এক সঙ্ গো!

হাঁড়ীবদন—

আহা, রাগ হবেই ত!
কড়া কথা কবেই ত—
খেটে খেটে গিন্নীর
মেজাজের দোষ কি?

"এস একবার মোর চল্লিশী প্রিয়াটি,,
অনুভব করি তব প্রেমভরা হিয়াটি।"

ওরে ওরে, পাখা কর,
গিন্নীর পায়ে ধর,

[নিজেই পায়ে ধরিয়া]

বল বল প্রিয়তমে,
হ'ল পরিতোষ কি ?

গিন্নী—

বুড়ো বয়সের ঢঙ্ দেখে পায় হাস্য
পুরুষ হইয়ে কর স্ত্রীলোকের দাস্য !

হাঁড়ীবদন—

বুড়া বয়সেও মোর প্রেমে নাই অকুলান
আমি হই বটিকাটি, তুমি তার অনুপান।
গিন্নীগো, মোর পরে হয়ো না'ক' রুষ্ট
বল দিব নাকে খত করিবারে তুষ্ট ?
তুমি এবে চল্লিশী, মোর হল—পঞ্চাশ।
কিন্তু এ প্রেমে মোর কমে নাই উচ্ছ্বাস !

গিন্নী—

প্রমাণ ?

হাঁড়ীবদন—[হিসাবের খাতা খুলিয়া]

হিসাবের খাতাটির
পিছনের পাতাটির

কর্ত্তার কানমলা

একটুকু ফাঁক নাই,
সব গেছে ভরিয়া।
কাজ হতে ফাঁক পেলে
গান বাঁধি অবহেলে

[গানের সুরে]

নন্দের জননীর
রূপরাশি স্মরিয়া।
ওরে ওরে, পাখা কর—
গিন্নীর পায়ে ধর।
কেহ যদি নাহি ধরে
আমি তবে ধরি গো!

যে পথে চলিয়ে যাও সেই পথে হরদম
পারি শুয়ে পড়িবারে হোক না সে কর্দ্দম।
ভুঁড়ি আর দাড়ি গোঁফে বাড়ে তব কষ্ট
আজ হ'তে দাড়ী গোঁফ করি দিব নষ্ট।
ভুঁড়িখানি উপবাসে চুপসাব নিশ্চয়,
প্রাণ দিতে পারি আমি, ভুঁড়ি দিতে কিবা ভয়!
বাতাস করিব কিগো, বেছে দেব পাকাচুল
সাজাব কি পাকা পাকা তুলি শিমুলের ফুল?

যাহা বল তাহা আমি করিবই করিব,—
আজ তব শ্রীচরণ ধরিবই ধরিব।

[চরণ ধরিতে উদ্যত]

গিন্নী—

জ্ব'লে যায় হাড় মোর শুনে তব রঙ্গ—

হাঁড়ীবদন—

ডাকিয়াছি ব্রিগেডেরে হবে নাক long গো !

গিন্নী—

আহা মরি রসিকতা,
মহিষের ঘণ্টা !

[অৰ্দ্ধ স্বগত]

তাও বলি কর্ত্তার
স্নেহটুকু অনিবার
প্রাণ করে তোল পাড়,
খুসি করে মনটা।
এত লোক আসে যায়—
সে সবার পানে হায়
তাকাবার ইচ্ছাও
হয় নাকো কখনো,

কর্ত্তার কানমলা

আমার যেমন আছে
সদা ঘোরে কাছে কাছে,
বকি ঝকি গাল দিই
হাসি মুখ তখনো !

হাঁড়ীবদন—

[স্বগত]

এই বার গিন্নীর খুসি আছে মনটা—
সেই কথা বলিবার ঠিক এই ক্ষণটা !

[প্রকাশ্যে]

ছেলেগুলো আজকাল
হল বড় জঞ্জাল।
বাপমায় হরতাল
এত বড় মন্দ।

গিন্নী—

খুলে বল হয়েছে কি
ভণিতায় কথা রাখি,—
নিজ মনে বুঝে দেখি
করেছে কি নন্দ ?

হাঁড়ীবদন—

ছেলে তব, শোনো আর—
একেবারে জানোয়ার—
খুসিরাম তনয়ার
লভে পড়ে নন্দ।

গিন্নী—

ওমা, কিসে পড়ে নন্দ ?

হাঁড়ীবদন—

খুসিরাম তনয়ার
প্রেমে পড়ে নন্দ !

গিন্নী—

আহা তাই যদি হয়, সে ত বড় ভাল কথা—
সন্দেশ খাওয়াইব শুনাইলে এ বারতা।

হাঁড়ীবদন—

ধুত্তোর সন্দেশ, ধুত্তোর নিকুচির—

গিন্নী—

ক'রো নাকো বাড়াবাড়ি, সন্তান দুখিনীর।

হাঁড়ীবদন—

তুমি দেছ আস্কারা—
সবে করে মস্করা !

এবে তার মাসহারা
করে দেব বন্ধ।

গিন্নী—
তুমি অতি নিদারুণ
নাই তার সন্ধ,—
আজ হ'তে পিণ্ডীর
রন্ধন বন্ধ!

হাঁড়ীবদন—
রন্ধন বন্ধ!
খাওয়া দাওয়া বন্ধ!
[নন্দকে আসিতে দেখিয়া]—
ঐ আসে নন্দ!
[নন্দ ও লতার প্রবেশ]

নন্দ—
আজি অন্তর ভরি পুলকের হিল্লোল!
আনিয়াছি বধূ মাগো, এরে তুই ঘরে তোল।
জানি যদি সংসার ত্যাগ করে আমারে—
তুই মাগো ছাড়িবি না, রোধিবি না দুয়ারে।

হাঁড়ীবদন—
গিন্নী গো, গিন্নী গো, দূর কর এখনি!
মেয়েটাও আসিয়াছে, সাহসেরে বাখানি!

লতা—

আসিয়াছি জননী গো, দাও পদধূলি দাও!
মমতায় করুণায় সেবিকার পানে চাও।
নারী তুমি বুঝিবে মা, তনয়ার মন গো!
স্বামী সহ লহ বরি, এই শুভক্ষণ গো।

হাঁড়ীবদন—[হতবুদ্ধি ভাবে]

স্বামী সহ! বলে কি গো?
কবে বিয়ে হল ওগো?
জানিনা ত কিছু আমি,
বুঝি নাক সাত পাঁচ!
বিয়ে টিয়ে মিছে সব!
গিন্নী গো, টপাটপ্—
দূর কর দুটোকেই
মারি ঝাঁটা বার পাঁচ।

নন্দ—

করিয়াছি পরিণয় পুরোহিত মন্ত্রে—
হইয়াছে সাতপাক হিন্দুর তন্ত্রে।

হাড়ীবদন—

[পতনের উপক্রম করিয়া]

হায় হায় গিন্নী গো—গিন্নী গো, ধর ধর!
পড়িলাম একি চক্রান্তের মন্ত্রে!

লতা—

এ বাড়ী তোমার মাগো, আসিয়াছি সেবিকার
বেশে হেথা, নাই মোর গৃহে কোনো অধিকার।
তাড়াইয়া দিতে চাও, বল তাহা পষ্ট।
স্বামী সহ তরুতল কি তাহে মা কষ্ট?

গিন্নী—

আশীষ করি গো তোরে, তুই মোর কন্যা।
হেন বধূ লভি' আমি হইলাম ধন্যা।
আশীষ করি মা দোঁহে, নত হও দুজনে

[উভয়ে প্রণাম করিল]

ক'রো নাকো দুঃখ মা, [হাঁড়ীবদনের দিকে তাকাইয়া]
কি-না বলে কুজনে।

[হাঁড়ীবদন গজ্ গজ্ করিতে লাগিলেন—
"মেয়ে বড় দুর্ব্বার, ফাজিলের সর্দ্দার" ইত্যাদি]

গিন্নী—

যথা আমি কর্ত্তায় বাঁধিয়াছি আঁচলে
তেমনি স্বামীরে বাঁধ দৃঢ় করে সবলে।
এই তব ঘরদ্বার, তুমি যে মা লক্ষ্মী—

হাঁড়ীবদন—

হায় হায়, গিন্নী গো, সয়ো না এ ঝক্কি!
শিখেছ ত ঘ্যাচাঘ্যাচ

হিসাবের মারপ্যাঁচ,
বুঝ নাক এই ম্যাচ
নহে ওর যোগ্য !

বিবাহের বাজারের
দাম আমি জানি ঢের।
খুসিরাম পকেটের
বড় বড় ঘোগ্ গো !

গিন্নী—

গিন্নীর সংসার চালকল নহে গো—
ব্যবসা করি না জুয়াচুরীতে—
তুমি যদি বেগড়াও, ছেলে বউ সাথে নিয়ে
চ'লে যাব চাটগাঁ কি পুরীতে।

হাঁড়ীবদন—

[স্বগত]

ভাল কথা দিয়ে আজ সফল না হব রে !
ভাল কথা ঠাঁই নাহি পায় আজ।
বিনা পণে বিয়ে কভু নীরবে না সব রে !
(এখন) রুদ্রের মূর্ত্তির ধরি সাজ

[প্রকাশ্যে আস্ফালন করিয়া]

পুরুষ হইয়ে আমি জনম নিয়েছি গো—
রাগ নাই শরীরে কি একদম ?—
কর্ত্তার রাগ সব প্রকাশের ঠাঁই গো—
গিন্নীর উপরেই হরদম্।
শোন তবে, শোন মোর কথাটা
দুম্‌দাম্, তছ্‌নছ্—

গিন্নী—

কাটিবে কি মাথাটা ?

হাঁড়ীবদন—

একবার পারি যদি উড়িতে !

[উড়িবার চেষ্টা

গিন্নী—

কাজ নেই, কাজ নেই, বাধা পাবে ভুঁড়িতে !

হাঁড়ীবদন—

লাফ্ দিব ঘাড় 'পরে এখনি !

[লাফ্ দেন আর কি]

গিন্নী—

[কর্ত্তাকে ধরিয়া]

ঘুঘু শুধু দেখিয়াছ, ফাঁদ কভু দেখনি !

হাঁড়ীবদন—

নন্দার গায়ে দেব ঝাঁকানি

[তথা করণ]

গিন্নী—

চেপে যাও, চেপে যাও, বাড়াবে কি হাঁপানি।

[নন্দ ও লতার পলায়ন]

হাঁড়ীবদন—

কল ঘরে কল দিব খুলিয়া।

[কল ঘরের দিকে যাইতে উদ্যত]

গিন্নী—

দেবে দাও, দাম নিতে বাহিরিবে হুলিয়া।

হাঁড়ীবদন—

[তার স্বরে]

পুলিশ ডাকিব আমি এখনি !

গিন্নী—

[ততোধিক তার স্বরে]

ঝাঁটিয়ে বিদায় দেব তখনি।

হাঁড়ীবদন—

হাকিমের কাছে যাবো ছুটিয়া—

কর্ত্তা কি নহি আমি, আমি বুঝি মুটিয়া !

গিন্নী—

[ব্যঙ্গ ভরে]

কর্ত্তাগো ধর ধর,
ভয়ে কাঁপি থর থর ! [কম্পন]
শরীরেতে রাগ ধর
পুরুষের সিংহ !

এস নিয়ে কোদালিটা
কেটে দাও গর্ত্তটা ;
(আমি) লুকোবার জায়গার
নাহি পাই চিহ্ন ।

হাঁড়ীবদন—

ঠাট্টা ও চালাকিতে হব নাক তুষ্ট
দেখিছ না আমি এবে ঘোরতর রুষ্ট !

[আস্ফালন]

গিন্নী—

কর্ত্তাগো ধর ধর,
ভয়ে কাঁপি থর থর !
শরীরেতে রাগ ধর
পুরুষের সিংহ

এস নিয়ে কোদালিটা
কেটে দাও গর্ত্তটা ;
লুকোবার জায়গার
নাহি.পাই চিহ্ন। [গর্ত্ত খুঁজিতে লাগিলেন]

হাঁড়ীবদন—
ঠাট্টা ও চালাকীতে হব নাক’ তুষ্ট
দেখিছ না আমি এবে কি ভীষণ রুষ্ট !

গিন্নী— [হাঁ করিলেন]
“কর্ত্তাগো ধর ধর”—ইত্যাদি

হাঁড়ীবদন—
[বাধা দিয়া
উনানের ছাই আর গুষ্ঠীর পিণ্ড !
উষ্ট্রের রব আর শূকরের মুণ্ড !
[আস্ফালন]

গিন্নী—
“কর্ত্তাগো ধর ধর”—ইত্যাদি।

হাঁড়ীবদন—
[বাধা দিয়া]
শুনিবে না কথা মোর, বেশ ত গো, বেশ ত !
আদালতে হবে এর হেস্ত ও নেস্ত !

গিন্নী—

"কর্ত্তাগো ধর ধর"—ইত্যাদি।

[কর্ত্তা ও গিন্নী উভয়ের একসঙ্গে]

কর্ত্তা—

"উনানের ছাই আর"—ইত্যাদি।

গিন্নী—

"কর্ত্তাগো ধর ধর"—ইত্যাদি।

[কলহ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

আদালতের বহির্ভাগ

হাঁড়ীবদন ও টাউটগণ

হাঁড়ীবদন—

শুনিল না কথা মোর,—বেশ ত গো ! বেশ ত !

আদালতে হবে এর হেস্ত ও নেস্ত।

[প্রবেশ]

একজন টাউট—

কে তুমি আসিছ আহা, ক্রোধভরে ব্যস্ত !

[অপর টাউটকে চোখ ঠারিয়া]

এতে আর ভুল নাই, শীকার এ মস্ত !

হাঁড়ীবদন—

হঠ্‌ যাও, ছোড়ো পথ,

চল্‌ যাগা আদালত—

দেখিছনা হিন্দীর

করছি বাপান্ত !

টাউটগণ—

হিন্দী ধরেছ যবে

রাগ তব খুব হবে।

মোরা আছি, ভয় কি গো
হও এবে শান্ত।

হাঁড়ীবদন—
শান্তির মুখে ছাই!
জাজ্‌মেণ্ট কিসে পাই
জোচ্চোর শত্রুর
শান্তিরে নাশিতে।

টাউটগণ—
রাগিয়াছ? বাপ্‌! বাপ্‌!
কেউটা গোখুরা সাপ—
পার যদি আমাদেরই
লটকাও ফাঁসীতে।

হাঁড়ীবদন—
ফাঁসি? সেত ঢের ভালো।
গিন্নীর রঙ কালো
ঠিক যেন পাহারালো
গোঁফ্‌ শুধু নাই গো।

টাউটগণ—
গোঁফ্‌ নাই ভাবনা কি?
কামালেই হবে না কি?

গোঁফ্‌হীন পাহারালো
দেখিতে ত পাই গো !

হাঁড়ীবদন—

খেটে খুটে আনি আমি
গিন্নীরে করি রাণী
সেই গিন্নীই হায়,
দেয় এত যন্ত্রণা !

[ক্রন্দন]

টাউটগণ—

[ক্রন্দনের সুরে]

শোকে তব, আঁখিনীর
হু হু ধায়, শোনও ধীর,
গিন্নীরে আঁটিবার
দেব মোরা মন্ত্রণা।

হাঁড়ীবদন—

[খাতা দেখাইয়া]

হিসাবের খাতাটির
পিছনের পাতাটির
একটুও ফাঁক নাই
সব গেছে ভরিয়া—

কাজ হ'তে ফাঁক পেলে
গান বাঁধি অবহেলে

[গানের স্বুরে]

নন্দের জননীর
রূপরাশি স্মরিয়া।

টাউটগণ—

এত বড় প্রেম বল দেখিয়াছে কারা গো?
এত বড় প্রেমিকের কীর্ত্তি!
চালকল মাঝে বয় অমিয়ার ধারা গো—
এঞ্জিন ভেদি বয় স্ফূর্ত্তি!

হাঁড়ীবদন—

গিন্নীটা ছেলেটার
মাথাটারে একেবার
বিগড়ায়ে দেছে, তার
নাহিক পদার্থ।

টাউটগণ—

একথা বলেছ ঠিক্
গিন্নীরে শতধিক্!
স্বামীরে করিল দিক্
এত অপদার্থ!

হাঁড়ীবদন—

তবু গিন্নীরে ছাড়ি
কোথায় থাকিতে পারি !
গিন্নী নহিলে মোর
চলে নাক একদিন ।

টাউটগণ—

একথা বলেছ, ভায়া,
তিনি প্রাণ তুমি কায়া ।
প্রাণ গেলে কায়াটি যে—
ক্রমে ক্রমে হবে ক্ষীণ

হাঁড়ীবদন—

এবার বুঝেছি ঠিক্
বিয়ে করা বড় দিক্ ।
এ কথাটা তোমরাও
বোঝ ভাল করিয়া ।

টাউটগণ—

বোঝ সবে, বোঝ ওহে
বিয়ে করা ঠিক নহে ।
বিবাহ করেছ যেই,
সেই গেছ মরিয়া ।

হাঁড়ীবদন—

"বংশানুক্রমেতেই
আইবড় থাকিবেই"
—কর পণ সকলেই

[টাউটগণকে টানিয়া ধরিয়া] হ'য়ো নাক পিছু পা।

টাউটগণ—

"বংশানুক্রমেতেই
আইবড় থাকিবই"
করি পণ সকলেই,
হব নাক পিছু পা।

হাঁড়ীবদন—

পরাণে আনিলে মোর আজি বড় শান্তি
এবার হইল মোর কিছু ক্রোধ ক্ষান্তি!
চিরকাল আইবড় থাক যদি সবে গো—
না রহিবে বাধা দিতে গিন্নী—

টাউটগণ—

ওগো, না রহিবে বাধা দিতে গিন্নী!

হাঁড়ীবদন—

ছেলে নিয়ে যাহা খুসি করিতে পারিবে গো-
টাকা নাহি হবে ছিনিমিন্নি।

টাউটগণ—

ওগো, টাকা নাহি হবে ছিনিমিনি!

হাঁড়ীবদন—

ছেলেদের বরপণ যত খুসি পাবে গো—

সোণা রূপা যত কিছু কাম্য—

টাউটগণ—

ওগো, সোণা রূপা যত কিছু কাম্য।

হাঁড়ীবদন—

থলি ভরা টাকাকড়ি শাল দামী বালাপোষ—

তার পরে গোলা ভরা ধান্য!

টাউটগণ—

আহা, তার পরে গোলা ভরা ধান্য।

হাঁড়ীবদন—

ছেলে মোর, শোনো আর—

একেবারে জানোয়ার।

খুসীরাম তনয়ার

লভে পড়ে নন্দ!

করেছে বিবাহ তায়—

মোরে নাহি মানে হায়!

নিলে নাক' যৌতুক

এ বিষম দ্বন্দ্ব !

টাউটগণ—

করেছে বিবাহ তায় ?

বিশ্বাস নাহি হয়।

এ বিবাহ নিশ্চয়—

আইনেতে বন্ধ।

সাক্ষী কে বিবাহের ?

পুরোহিত কেবা এর ?

ঘুষ দিয়ে জিতে নেব

নাই এতে সন্ধ।

হাঁড়ীবদন—

বিবাহ করেছে ঠিক।

করিও না মিছে দিক

এ বিবাহে কভু নাই

বে-আইনি গন্ধ।

টাউটগণ—

তবে বল কোন্ ছলে

নালিশিয়া অবহেলে

নিতে পারি জাজ্‌মেণ্ট্‌
তোমারই স্বপক্ষে।

হাঁড়াবদন—
কথা এই, সে আমার
ছেলে-গত অধিকার।
"প্রপার্টি" কি নহে মোর
আইনের চক্ষে?

বিবাহ ত আইনতঃ
বিক্রী কোবালা মত,—
মোর ছিল, চ'লে গেল
শ্বশুরের পক্ষে।

টাউটগণ—
নিশ্চয়, নিশ্চয়
এতে আর ভুল হয়?
যে তাহারে কিনে নেবে
দাম দিতে বাধ্য!

হাঁড়ীবদন—
দাও তবে কন্‌সেণ্ট্‌
পাব আমি জাজ্‌মেণ্ট?

টাউটগণ—

নিশ্চয়, নিশ্চয়

রোখে কার সাধ্য!

হাঁড়ীবদন—

কথা তব শুনে মোর ধড়ে এল প্রাণটা

এতক্ষণ হাঁকু পাঁকু করছিল জানটা।

টাউটগণ—

ভয় নাই, ভয় নাই, মোরা তব মিত্র

মাম্‌লা জিতায়ে দেব, দিও কিছু বিত্ত।

হাঁড়ীবদন—

তোমাদের বল কি বা কৌশল?

টাউটগণ—

নিবেদিব তব কাছে অবিকল।

একজন টাউট—

মামলার আমি "তদ্বিরকার"

পরহিতব্রত মোর গলহার।

অন্যান্য টাউটগণ—

ওগো, পরহিতব্রত এর গলহার।

ঐ টাউট—

মামলা সাজাই আমি গুছায়ে—

সত্যের শেষ লেশ মুছায়ে।

অভিনব

উকীলের বাড়ী দিই ধর্ণা—
মক্কেলই মোর ঘরকর্ণা।

অন্যান্য টাউটগণ

ওগো, মক্কেলই এর ঘরকর্ণা।

ঐ টাউট—

জানি বড় উকীলের সন্ধান—
কেহ যমদূত, কেহ ক্রুর Hun!
মক্কেলে কালঘাম ছুটিয়ে—
ঘটি বাটি সবই লই লুটিয়ে।
মক্কেল কুসুমেরে ফুটিয়ে—

[পান করিবার ভঙ্গী করিয়া]

পান করি মধু আমি ভৃঙ্গ—
বাক্‌যুদ্ধের আমি জিঙ্গো!

হাঁড়ীবদন—

নমি তব পদতলে লুটায়ে—
মক্কেল কুসুমেরে ফুটায়ে—
পান কর মধু তুমি ভৃঙ্গ—
বাক্‌যুদ্ধের তুমি জিঙ্গো।

[প্রণাম]

অন্য একজন টাউট—

আমি দলিলের বিশ্‌কর্ম্মা—
হাত মোর সেট্, যেন ঠিক রবিবর্ম্মা।

অন্যান্য টাউটগণ—

ওগো, হাত এর সেট্, যেন ঠিক রবিবর্ম্মা।

ঐ টাউট—

করি আমি দলিলের সৃষ্টি,
হার মানে হাকিমের দৃষ্টি।

অন্যান্য টাউটগণ—

হার মানে হাকিমের ছানি-পড়া দৃষ্টি !

ঐ টাউট—

রাবণেরও স্পেসিমেন্ সই মোর আছে গো—
সকলের সই জাল হয় মোর কাছে গো।
বল কিবা দলিলের দরকার,
Contract, gift ? কিবা will কার ?
ষ্টীলপেন, বাঁশপেন, হাঁসপেন কিবা চাই ?
লাল কালি, নীল কালি, ভূষী কালি দিব তাই।

অন্যান্য টাউটগণ—

[হাঁড়ীবদনকে]

ষ্টীলপেন, বাঁশপেন, হাঁসপেন কিবা চাই ?
লাল কালি, নীল কালি, ভূষী কালি দেবে তাই।

হাঁড়ীবদন—

নমি দলিলের বিশ্‌কর্মা
হাত তব সেট্‌ যেন ঠিক রবিবর্মা।
কর তুমি দলিলের স্বষ্টি,—
হার মানে হাকিমের ছানিপড়া দৃষ্টি।

[প্রণাম

তৃতীয় টাউট—

আমি পেশাদারি সাক্ষ্য—
সত্যেরই অপলাপ লক্ষ্য।

অন্যান্য টাউটগণ—

[হাঁড়ীবদনকে]

ওগো, সত্যেরই অপলাপ লক্ষ্য।

ঐ টাউট—

আমি থাকি ঘটনারই স্থলে ভাই
বহু দূরে ছিনু তায় ক্ষতি নাই।
স্মৃতি মোর যেন ঠিক ক্ষুরধার।
জেরাতেও মানিনেক কভু হার!
নাম মোর আছে বিশ গণ্ডা—
জোনাবালি, কভু হই পণ্ডা।

যতবার কাঠ্‌রায় উঠে যাই
ততবার নাম মোর বদ্‌লাই।
খাটিয়াছি জেল দুই একবার—

হাঁড়ীবদন—

[সন্ত্রস্তে] জেল !

ঐ টাউট—

জেল নয়, জেল নয়, সে ত মোর মণিহার !

অন্যান্য টাউটগণ—

[হাঁড়িবদনকে]

ওগো, জেল নয়, জেল নয়, সে ত এর মণিহার।

ঐ টাউট—

ধুলা নয়, ধুলি নয়, গোপীপদ রেণুকা।

অন্যান্য টাউটগণ—

ওগো ধুলা নয়, ধুলি নয়,
গোপীপদ রেণুকা।

হাঁড়ীবদন—

নমি পেশাদারি সাক্ষ্য !
সত্যেরই অপলাপ লক্ষ্য !
খাটিয়াছ জেল দুই একবার
জেল নয়, সে ত তব মণিহার।

[প্রণাম]

টাউটগণ—

চল তবে আদালতে এখনি !
ক্রোধ ভরে কাঁপাইয়া অবনী !

হাঁড়ীবদন—

উনানের ছাই আর গুষ্ঠীর পিণ্ড !
উষ্ট্রের রব আর শূকরের মুণ্ড !
শুনিল না কথা মোর, বেশ ত গো বেশ ত !
আদালতে হবে এর হেস্ত ও নেস্ত !

[জজের পিয়াদার প্রবেশ]

পিয়াদা—

হিজিবিজী হা—জীর
হিজিবিজী হা—জীর !
ধুত্তোর পাজীর
দেখা নাই, কত আর মরি বল চেঁচিয়ে !
হিজবিজী হা—জীর
হিজিবিজী হা—জীর !
আজো গরহাজির ?
জেনে রেখো যেতে হবে ভিটে মাটি বেচিয়ে।

[প্রস্থান

কর্ত্তার কানমলা

[সেসনজজ্, ব্যারিষ্টার ও উকীলগণের প্রবেশ]

সেসনজজ্—

সেসন জজের আদালতের আমিই সেসনজজ্!
আইনের ফাউণ্টেন, নথী-দিগ্‌গজ।

উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ—

(তুমি) আইনের ফাউণ্টেন, নথী-দিগ্‌গজ।

সেসনজজ্—

[হাঁড়িবদন প্রভৃতিকে দেখিয়া]

নত হও, নত হও, মান রাখ মান্যে—
নত হও, নত হও, আদালত সাম্‌নে।

উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ—

আইনের মর্য্যাদা দেখে কর শঙ্কা
বাজাও বাজাও জোরে দামামা ও ডঙ্কা।

[দামামা ও ডঙ্কানাদ]

সেসনজজ্—

লজিকের যুক্তি ও মানুষের বুদ্ধি—
ইতিহাস গবেষণা দিয়ে ক'রে শুদ্ধি—
সব কটি গুণ নিয়ে রচনা এ আইনের—
ঠিক যেন সুধাসার ইটালীয় ভাইনের!

উকীল ব্যারিষ্টারগণ—

সব কটি গুণ দিয়ে রচনা এ আইনের—
ঠিক যেন সুধাসার ইটালীয় ভাইনের।
তুমি হও আইনের নির্ঝর ঝর্ঝর,
মোরা থাকি তলদেশে প্রস্তর মর্ম্মর।
আইন কেতাব লয়ে মোরা করি আরতি,
Oracle ব'লে মানি যবে শুনি ভারতী।
বিচারেতে ড্যানিয়েল ওগো আইনজ্ঞ,
বিচারের গুরুভার তোমারই যে যোগ্য।

সকলে—

[হাঁড়ীবদনকে জোর করিয়া নত করাইয়া]

সেলাম সেলাম জজ্ মোরা হই তাঁবেদার—
গোস্তাকি মাফ্ হয় যত সব বান্দার।

উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ—

নত হও, নত হও মান রাখ মান্যে—
নত হও, নত হও আদালত সাম্‌নে।
আইনের মর্য্যাদা দেখে কর শঙ্কা—
বাজাও বাজাও জোরে দামামা ও ডঙ্কা।

[ডঙ্কানিনাদের মধ্যে সেসনজজ্ উকীল ও ব্যারিষ্টারদিগের প্রস্থান]

“তুমি হও আইনের নির্ঝর ঝর্ঝর,
মোরা থাকি তলদেশে প্রস্তর মর্ম্মর।
আইন কেতাব লয়ে মোরা করি আরতি,
Oracle ব’লে মানি যবে শুনি ভারতী।”

[জনৈক কয়েদীকে বাঁধিয়া লইয়া জেলারের প্রবেশ]

জেলার—

রাজকীয় অতিথিরে করি আমি দেখা শুনা—
চামড়াটা দেগে দিই, কারে করি তুলা-ধুনা।
চোখে ঠুলি বেঁধে কারে ঘানি গাছে লটকাই,
মাথার উপরে কারো কাঁচা বাঁশ ফট্‌কাই।

[হাঁড়িবদনের দিকে সকোপে দৃষ্টি করিয়া]

পাপ করি পৃথিবীতে কেহ নাহি ফাঁক পায়—
জেলখানা যমালয়, পাপীদের আটকায়।

[কয়েদীকে টানিতে টানিতে জেলারের প্রস্থান]

হাঁড়ীবদন—

প্রাণ করে ছম্ ছম, কাজ নাই মাম্‌লায়—
ফাঁফরেতে পড়ি যদি, তখন কে সামলায় ?

টাউটগণ—

সে কি কথা ? এত করি রণে দিবে ভঙ্গ ?
শিশু নাকি ? ভয় নাই। ছাড় এই ঢং গো।

[বিরাট হুঙ্কার দিয়া ফাঁসীদারের প্রবেশ। হস্তে ফাঁসীর দড়ি]
[ফাঁসীদারকে দেখিয়া হাঁড়ীবদন প্রায় মুচ্ছিত হইলেন]

ফাঁসীদার—

আইনের জুজুবুড়ী, আমি হই ফাঁসীদার।
ফাঁসীকাঠে লটকাই হয়ে খুব হুঁসিয়ার!
যতটুকু দম থাকে টিপে টিপে নিঙাড়ি—
প্রাণহীন লাস্‌খানা ফেলে দিই আছাড়ি!

[হাঁড়ীবদনের পতন ও মূর্চ্ছা, ফাঁসীদারের প্রস্থান।
টাউটগণ হাঁড়ীবদনের চেতনা সম্পাদন কবিল]

হাঁড়ীবদন—

আদালত জায়গাটা ভাল নয়, ভাল নয়!—
ভয়ে কাঁপে প্রাণ, আর পালাতে বাসনা হয়।

টাউটগণ—

পালাতে বাসনা হয়! জোচ্চোর সর্দ্দার!
পাওনাটা আমাদের দিয়ে তবে নিস্তার।

হাঁড়ীবদন—

কিসে হ'ল পাওনাটা? করিয়াছ কিবা মোর?

টাউটগণ—

শুধু বেটা ঘাগী নয়, বেটা হ'ল পাকা চোর!

হাঁড়ীবদন—

আদালতে আসিয়াছি, করিনি ত মাম্‌লায়—

টাউটগণ—

কর আর নাহি কর, দিতে হবে পাওনায়।

হাঁড়ীবদন—

ওরে বাবা, ওরে বাবা, এখন কে সাম্‌লায় !

[টাউটগণ হাঁড়ীবদনকে ঘেরিয়া ফেলিল। হাঁড়ীবদন অসহায়ভাবে চেঁচাইতে লাগিলেন, এমন সময় আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত এক রমণী আসিয়া সটান হাঁড়ীবদনের কর্ণাকর্ষণ করিলেন। টাউটগণ দূরে সরিয়া গেল]

[গান]

হাঁড়ীবদন—

মেঘের আড়ালে চন্দ্র যেমন লুকালেও চিনা যায় গো

গোঁফের আড়ালে সন্দেশ,

সাড়ীর আড়ালে ঢাকা মুখ তব, নথখানি দেখি হায় গো।

সব সন্দেহ হয় শেষ।

মানিতেছি ঘাট, আহা মরি ষাট্ !

কত ব্যথা প্রাণে পাই গো,

এবে ভালয় ভালয় ঘরে যাই।

শুধু রাগ ক'রে আসিয়াছি হেথা,

আর মনে কিছু নাই গো !

আহা, কাণ টানিও না অত ছাই !

[একধারে গিন্নী কর্ত্তার এক কাণ টানিতে লাগিলেন,—অন্যধারে টাউটগণ কর্ত্তার আর এক কাণ টানিতে লাগিলেন।]

কর্ত্তার কানমলা

টাউটগণ—

আদালতে আসি কর, নাই-কর, মাম্‌লায়—
টাকা দিতে হ'বে পুরো ; দেখি কেবা সামলায় !

হাঁড়ীবদন—

[টাউটগণের দিকে চাহিয়া]

[গান]

এবে ধেনু চলে গোঠে ফিরে ধীরে,
ঐ রাখালে বাজাল বাঁশী !
কুলায়ে ফিরিছে তিতি আঁখিনীরে
পাখী এই পরবাসী।

টাউটগণ—

পাওনাটা দিলে তবে কর্ণটি ছাড়িব।
নাহি দিলে জামা জুতা সব মোরা কাড়িব।

হাঁড়ীবদন—

[গান]

ওগো, দেখ কত জোরে গৃহ টানে মোর প্রাণে,
গিন্নীর হাতখানি আরো জোরে টানে কাণে—!
আদালতে যাওয়া তবে আর হল কই গো ?
উপায় কি আছে গৃহে ফিরে যাওয়া বই গো ?

টাউটগণ—

কেড়ে নাও মেরজাই, কেড়ে নাও চাদরে
কেড়ে নাও যাহা পাও, ছাড়িওনা বাঁদরে।

[টাউটগণ ক্ষিপ্রগতিতে হাঁড়ীবদনের জামা চাদর চশমা প্রভৃতি কাড়িয়া লইল]

হাঁড়ীবদন—

[গান]

ওরা কেড়ে নিল সব যাহা ছিল মোর ঠাঁই—
প্রাণ নিয়ে এবে পালালে বাঁচিয়া যাই।
তবু মনে হয় ফাঁড়ার নাহিক শেষ—
বাড়ী গিয়ে মোরে হ'তে হবে একশেষ।
(গিন্নীর প্রতি) ওগো শঙ্কাহরণ, শঙ্খ বাজাও—
বল ক্ষমিয়াছ দোষ,
যেই করে এবে টানিতেছ কাণ,
সে করে নিভাও রোষ !
ধেনু চলে এবে গোঠে ফিরে, রাখাল বাজাল বাঁশী ;
উড়ে চলে যেন পাখী নীড়ে, কুঁড়ে পানে যেন চাষী।

[হাঁড়ীবদন ও গিন্নীর প্রস্থান]

"যেই করে এবে টানিতেছ কাণ
সে করে নিভাও রোষ।"

টাউটগণ—

টাকা বাজে ঝম্ ঝম্, মেরজাই ভারী রে !

খুসী হ'য়ে টেনে সাফ্ এক লাফ মারি রে !

—যবনিকা—